Edi-Blossom

3rd Edition

October 2018

Edi-Blossom

3ra Edition

October' 2018

Edinburgh Durgotsav

এডি-ব্লসম

তৃতীয় সংস্করণ

অশ্বিন ১৪২৫

এডিনবরা দুর্গোৎসব

সাবাশ
SABASH
Registered Charity SC048707
Scottish Association of Bengali Arts and Sanskritik Heritage
presents
5th edinburgh
DURGOTSAV'18
yaa devi sarva bhuteshu shakti roopen sanasthita
yaa devi sarva bhuteshu bhakti roopen sanasthita
yaa devi sarva bhuteshu matri roopen sanasthita
yaa devi sarva bhuteshu shanti roopen sanasthita
14th – 18th October 2018
Cramond Kirk Hall
16, Cramond Glebe Road, Edinburgh EH4 6NS
Schedule in brief:
14th Oct 2018, Sunday
MAHASHASTHI (6:00 PM – 10:00 PM)
15th Oct 2018, Monday
MAHASAPTAMI (6:00 PM – 10:00 PM)
16th Oct 2018, Tuesday
MAHAASTAMI (6:00 PM – 10:00 PM)
17th Oct 2018, Wednesday
SANDHI PUJA (7:55 AM – 8:43 AM)
MAHANAVAMI (6:00 PM – 10:00 PM)
18th Oct 2018, Thursday
BIJAYA DASHAMI (6:00 PM – 10:00 PM)
Each day Puja, Aarati, Pushpanjali in Bengali traditional way, Cultural Events, fun, 'Adda' and Dinner
Contributions for Durga Puja can be made to:
Edinburgh Durgotsav
Sort Code: 20-29-23
A/C No: 43128210
Supported by:
BEMIS
Kama Sutra RESTAURANT GROUP
KRISHNA FOODS
MR BASRAI'S World Cuisines
Media Partner:
Suresh Edinburgh
website: https://www.sabashscotland.com
Registered Charity SC048707
Contact:
+447551386752
+447544273967

সাবাশ
Scottish Association of
Bengali Arts and Sanskritik Heritage
Registered Charity SC048707

সম্পাদকীয়

বাঙালী মানেই সংস্কৃতি, বাঙালী মানেই ঐতিহ্য, বাঙালী মানেই হুজুগে, বাঙালী মানেই দুর্গাপুজো। আর বিশ্বের যে প্রান্তেই যান, দুর্গাপুজোয় বাঙালীকে পাবেন স্বরূপে। আড্ডা, গান, খাওয়াদাওয়া, উৎসব ছাড়া দুর্গাপুজো যেমন অসম্পূর্ণ তেমনি শারদীয়া পত্রিকাও দুর্গোৎসবের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এডিনবরা দুর্গোৎসবের পঞ্চম বর্ষে শারদীয়া পত্রিকা এডি - ব্লসম এর তৃতীয় প্রকাশ। এডিনবরাবাসী বাঙালী ও তাদের শুভাকাঙ্খী বন্ধুরা তাদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে তাদের নিজস্ব বার্ষিক শারদীয়া পত্রিকায়। স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রকাশ করতে গিয়ে ভুল ত্রুটি থেকে গেছে নিশ্চই, স্বগুণে মার্জনা কাঙ্খিত। আপনাদের সকলের সাহায্য, অনুপ্রেরণা ও ভালোবাসায় এডি-ব্লসম এগিয়ে যাবে, আশা রাখি। আর ধন্যবাদ জানাই সেই দুজনকে যাদের সহযোগিতা ব্যাতিত এ বছর এডি-ব্লসম প্রকাশ করা সম্ভব হতো না, অসংখ্য ধন্যবাদ দেবার্ঘ্য চক্রবর্তী এবং শুভ্রনীল ভদ্র।

ধন্যবাদান্তে,

সম্রাট ধর

অশ্বিন, ১৪২৫, এডিনবরা

Editorial

Bengalis are synonymous with culture, heritage, excitement and Durgapujo. Through out the world the Bengali diaspora is celebrated most during the Durgapujo. Gossips, food, cultural events are the integral part of Durgotsav, so is the annual 'sharodiya' (autumn) magazine. Edinburgh Durgotsav on its 5th year is delighted to publish the 3rd edition of its festive magazine 'Edi-Blossom'. Bengalis in Edinburgh and their well wisher friends have shown their talent on their very own magazine. We had a very short time to publish the magazine, so there would be mistakes, your support is solicited. With your love and encouragement Edi-blossom would blossom further. And last but not the least let me take the opportunity to thank the duo, Debarghya Chakraborty and Subhranil Bhadra, without their immense support it would not be possible to publish Edi-Blossom this year.

Regards,

Samrat Dhar

October 2018, Edinburgh

সূচিপত্র / Contributions

একটা পালক লেখনী	দেবার্ঘ্য চক্রবর্তী	6
জোনাকি	দেবযানী ঘোষ মৌলিক	7
Martin Is Missing	Arnav Chakraborty	8
এগারো	মৌসুমী চক্রবর্তী	11
THE LIVINGSTONE FAIR	Soham Sinha	14
তর্পণ	চন্দনা মজুমদার	16
Amrita's Writing Desk	Nandini Sen	18
অকালবোধন	সম্রাট ধর	31
সাত দশকে স্বাধীনতা	শর্মিষ্ঠা দত্ত	33
এক টুকরো প্রকৃতি	দেবার্ঘ্য চক্রবর্তী	39
A RAY of Light - গপ্পো সপ্পো	তীর্থ দাশগুপ্ত	40
আগমনী এডিনবরা	by the 'DramatiKol'	53
Durga Puja Word Search	Aryan Chakraborthy	62

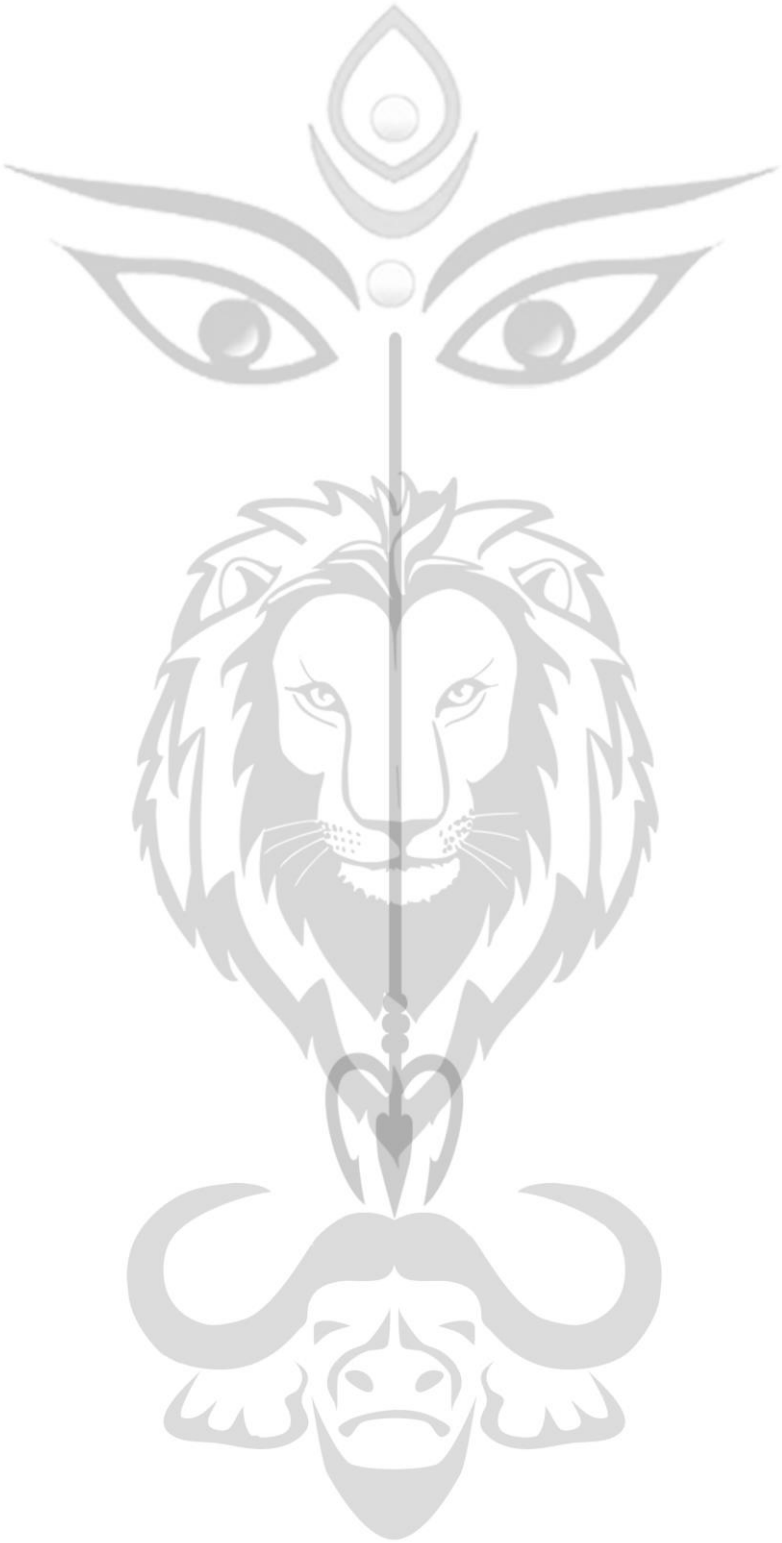

একটা পালক লেখনী

দেবার্ঘ্য চক্রবর্তী

তারা দেখেনি, তারা ভাবেনি
তারা বোঝেনি, তারা বলেনি;
ব্যস্ত শহরের পাড়া বেপাড়া
বাস্তবের মিছিলপিষ্ট শক্ত জমি;
তবু তারই মাঝে অজানা ইশারা রয়ে গেছে
রয়ে গেছে একটুকরো নরম মাটি।
অপেক্ষাতে কোন বাহানার
ওরা দেখেছিল,ওরা ভেবেছিল,
ওরা বুঝেছিল ওরা বলেছিল,
সময় অসময়ে দুই শত্রুর নৌবহর,
হারিয়ে যাওয়া দুই বন্ধু
সপ্তসিন্ধু পার করে চেনা ঘরের চাবি,
খুঁজে পেয়েছিল সেই নরম মাটির ওপর,
উড়তে থাকা পায়রার দলে
প্রেমমাখা একটি সাদা পালক।

দেবার্ঘ্য, প্রাণে কলকাতার ছেলে ,পাড়ি দিয়েছি দূর বিলেতে। কিন্তু " বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি" সবসময় ফিসফিস করে কানের পাশে। তাই প্রকাশমাধ্যম হিসাবে বেছে নিয়েছি "স্বাধীন কলম"। বর্তমানে লন্ডনে ডাক্তারি প্রথম বর্ষের ছাত্র ।।

জোনাকি

দেবযানী ঘোষ মৌলিক

আমার দেখা এক রাজকন্যে আছে, যার আছে একরাশ কালো ঘন চুল,
মায়াজড়ানো দুই চোখ তার,হাসি যেন স্নিগ্ধ শিউলি ফুল ।
আমার রাজকন্যের নাম জোনাকি,
না না আমার রাজকন্যে কোনো রাজপ্রাসাদে থাকেনা।
রেলস্টেশন প্রাসাদ যে তার,
ছোট্ট ভাই গোপাল সেনাপতি যার।
মিডডেমিল ভরসা যে তাদের
কারো দয়া হলে তবেই, নাহলে রাতে কোনো আহার জোটেনা।
না না আমার রাজকন্যা কোনো রাজপ্রাসাদে থাকেনা,
বছর ঘুরে আবার এলো শরতকাল,
রাস্তায় রাস্তায় প্যানডেলের প্রস্তুতি আর দোকানে উপচে পড়া ভিড়,
তাই দেখে গোপাল তো বেজায় খুসি ।
পূজো মানেই তো নাড়ু মুড়কি আর কত কী,
প্রশ্ন করেই বসলো দিদিকে -"দিদি আমাদের এবার নতুন জামা হবেনা?"
মন উদাস হয়ে উঠলো জোনাকির
মাতৃ পিতৃহীন হলেও গোপালকে তো সেই আগলে রেখেছে
বলল -"চিন্তা করিস না ভাই নিশ্চয়ই হবে"
না আমার রাজকন্যে কোনো পরিস্থিতিতে হারেনা,
হতে পারে সে কোনো রাজপ্রাসাদে থাকেনা ।
এদিক ওদিক ছুটে বেড়ায় জোনাকি কিছু কাজ যদি পাওয়া যায়
ভাইকে দেওয়া কথা কিভাবে রাখা যায়
দিন শেষে যা পাওনা হোলো মূল্য বড়ই কম,
কোনো দোকানেই মিললনা জামা কোনোরকম ।
পরের দিন শুনতে পেলো কারা যেন সব আসছে
বস্তিতে সবাই আজ পাবে জামা তাই আনন্দতে সবাই নাচছে
গোপাল, জোনাকিও পেলো জামা তাও আবার ফ্রিতে
তারা বলল -" পূজোতো আমাদের সবার তাই কিভাবে পারি তোমাদের বাদ দিতে"
জোনাকির চোখ খুশিতে ভরে উঠলো ।
পূজোতে গোপাল,রাজু,খোকন আরও কতজন আনন্দে মেতে উঠলো ।
না না আমার রাজপুত্র রাজকন্যেরা স্বপ্ন দেখা ছাড়েনা,
হতে পারে তারা কোনো রাজপ্রাসাদে থাকেনা ।

আমার নাম দেবযানী, পেশায় আইনজীবী।এডিনবরাতে প্রায় নয় মাস হলো এসেছি আমার husband এর কর্ম উপলক্ষ্যে, কিন্তু এই কম সময়ে এই শহর,এখানকার মানুষেরা খুব আপন হয়ে উঠেছে ।

Martin Is Missing

Arnav Chakraborty

It was a typical Monday morning and Kevin was in the middle of having Frosties for his breakfast. Normally after Kevin is ready he would go in for his friend Martin because they normally walk together to go to school. When Kevin was at his front door and ringed the doorbell, Martin didn't answer, it was someone else. "Where is Martin," Kevin asked.

"Who the hell is Martin and Who are you, "the lady asked.

Kevin left and was very confused. "Who is that lady and where did she come from," he thought to himself as he walked to school. When Kevin got to school he asked the teacher. "Did you see Martin today".

"Who is Martin," Mrs Ginley replied.

"Never mind," he said.

Kevin just couldn't believe it. There was another lady at his house and even the teacher doesn't have a clue who he is. At lunchtime he asked his other friend Nathan. "Do you know what happened to Martin," he said.

"What the heck are you on about," he said.

Kevin could only think of Martin and what happened to him. As soon as he got home he zoomed right upstairs to his room and looked under his bed to try to find the class picture but when he seen the picture, he wasn't there.

1 WEEK LATER

1 week has passed and all Kevin could do was worry, worry and worry. The following morning, he was watching the news channel and on the bottom of the screen it read the following: 12-YEAR-OLD BOY FOUND MISSING. Kevin got his mum to go into the

room and as soon as she did, it changed the screen. Kevin soon realised he was the only one who could do something about this. The only question that was in his mind was, where are his parents now. He went to school the following day and asked Nathan again "Do you seriously not remember who Martin is," he said.

"No, I don't," he replied.

School eventually finished and when Kevin was walking home, he seen Martins mum and dad coming out of a pub. They were arguing. Kevin rushed right over to them and asked, "Where is Martin?"

His mum answered, "I really don't know"- "We don't have any child!" His dad interrupted. Kevin knew his dad wasn't exactly a caring father. His mum started to cry a bit. He decided to leave them alone for a while. When he was approaching his house, he had a think about why his mom would say they didn't have a child. Kevin sat on his couch to watch TV. He went to the news and the new main story was: MOTHER COMMITS SUICIDE AS HER CHILD CONFIRMED MISSING. Now it all made sense. His mother committed suicide because no one believed her that she had a son. Kevin only thought, "He is real and I have to get my friend back". He soon realised a twelve-year old cannot do this alone so he decided to recruit his whole Karate team but he had some convincing to do first.

At his next Karate practice, he decided to tell them about the situation. Of course, no one had a clue what he was talking about but they decided to trust him. They met again the following night to confront Martins old house when it was safe. When the woman left her house she luckily left the door open maybe because she was an old lady. They went inside the house. First, they tried to look for any clues, that's when someone from the team called John, found a very important clue. It was a letter that was written by Martin that his parents probably seen. "Oh yeah I remember him now", said a few of the guys. The letter read: 'Mum, dad I am tired of this arguing and I've decided to run away. I don't think this is right for me so yeah. From Martin'. Sadly, it didn't give any clue of where the kidnappers took him. They continued to look for

anything. Suddenly, there was a scream downstairs. What could it be? Jeffery (another guy from the team) found a note inside the kitchen drawer. It said: 22 Crosshead Avenue FIND US IF YOU DARE. It was kind of stupid for the kidnappers to leave a note inside the house but then again no one knew what it would lead them to. This only meant one thing. Martin lied and hid in the house and when he was alone the kidnappers broke in and took him which explained the broken windows. They decided to take the risk and go where the address told them to go. Surprisingly the Karate coaches were fine with this to go ahead, probably because they believed him. They got in the coaches' car and set off. The whole reason Kevin chose his Karate team was so that they could fight whoever stood in their way. As they approached the destination they could tell it was a shady place. It was dark all around and there were no lights *but* there was a building. The karate team went in the building.

There were lots of people in there and one of them was Martin. The men covered his face with a bandana. "So, I see you read the message," one of the men said. "Give us back our friend," Kevin shouted. "Why don't you come get him," he replied which obviously meant fight so they did just that. Luckily, they weren't as good fighters as they looked. It was mainly the Karate coaches fighting and the rest of them trying to unstrap Martin. What surprised everyone was that Martins dad was the leading fighter so this was planned out. Martins dad had the idea to do this so he must have gathered all his pub mates. Meanwhile the coaches were absolutely wrecking everyone. As soon as they were all down, they made a run for it. When they got out they called the police on them and that group got jailed and everyone got home safely. Since Martin had no one to look after him, Kevin's mum decided to adopt him. The next day every news channel wanted to interview Martin for 'The Great Escape'. In the end, it all ended well!!

Arnav is 11 years old. He is a keen footballer-player and loves watching football, a true Liverpool supporter. He loves playing music too. Learning violin, guitar and trumpet. He is a keen IT guy, likes to explore things.

এগারো

মৌসুমী চক্রবর্তী

এক, দুই, তিন, ...ছয়, সাত,.....নয়, দশ, এগারো ...গুণে গুণে ঠিক এগারোটা সিঁড়ি পেরোলেই দোতলার ল্যান্ডিং। সেখানে টবে রাখা রাবার গাছের ঢাল ঢাল পাতাগুলোকে একটু আদর করেই মেপে মেপে পাঁচ পা....ব্যাস্, সোজা ধাক্কা শোবার ঘরের দরজায়। রোজ দুবেলা গুণে না গুণেও অন্তত বার পঞ্চাশেক এই ধরাবাঁধা পথে রুনুর ওঠানামা।দিনের বেলা অঙ্কের এত হিসেব রাখে নাকি কেউ ? রুনুও রাখে না। কখনও কখনও তো কাজের তাড়ায় দুই সিঁড়ি টপকে ওঠায় সংখ্যাটা এগারো থেকে সাতেও নামে। হিসেবটা মাথায় আসে যখন রাতের অন্ধকার ঝুপ্ করে নেমে ঘিরে ফেলে বাড়ির চারপাশের বাগানটাকে। আর রুনুর ডাক্তার স্বামী হাসপাতালে বেরিয়ে যায় এমার্জেন্সী কলে। ফেরে সেই মাঝরাতে।ঠিক তখনই অঙ্কের খাতাটা খুলে বসে রুনু। প্রথমে পিছনের ড্রাইভ-ওয়েতে গাড়ি ঢোকার শব্দ, ক্যাঁ..চ্ , বাগানের দিকে পেছন-দরজাটার সন্তর্পণে মুখটা একটু হাঁ করার চেষ্টা । তারপরেই অসীমের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে আসা....এক, দুই, ..., গুণতে শুরু করে রুনু। এগারোর পরেই তো আর পাঁচ পা...তারপরেই।ইচ্ছে করেই লেপের তলা থেকে ওঠে না সে। কেমন জানি অভ্যেস হয়ে গেছে অঙ্কের এই মজার খেলাটা।বিয়ের পরে প্রথম প্রথম রাতে এভাবে একা একা থাকতে ভয় যে করতো না, তা তো নয় ।বেশ কয়েক রাত ঘরের আলো জ্বালিয়েই শুয়েছে সে। দশ বছরে সয়ে গেছে ব্যাপারটা।এখন শুধুই রাতের পর রাত এগারো গোণার প্রতীক্ষা। অ্যাবারেস্টউইথ, স্বামীর অধুনা কর্মস্থল । প্রথমে নামটা জিভের ডগায় আনতেই রুনুর লেগেছিল সপ্তাহখানেক। তারপর বানান ! কার মাথায় এসেছিল নামটা ? একবারও ভাবেনি ফর্ম ফিলাপের সমস্যার কথা ! প্রথমে উচ্চারণ আয়ত্ত করা, তারপর ধীরে ধীরে বানান শেখা, অবশেষে.... কেমন জানি ভালো লাগা । এখন ভালো লাগে তার নামটা।অর্থটাও জেনে গেছে সে।স্বামীর সঙ্গে লং-ড্রাইভে যেতে যেতে লক্ষ্য করেছে, ওয়েলসের অনেক জায়গার নামই "অ্যাবার" দিয়ে শুরু । যেমন অ্যাবারেস্টউইথ, অ্যাবারগাভেনী, অ্যাবারায়রন। আসলে 'অ্যাবার' শব্দের অর্থ তো নদীর মোহনা ।আর বাকীটা যেমন ইস্টউইথ, গাভেনী....এগুলো নদীর নাম। ব্যাস্, মুহূর্তে সহজ হয়ে ধরা দিল জটিল নামটা।শহরের এক ধার দিয়ে তিরতির করে বয়ে চলা নদীটাই তাহলে ইস্টউইথ ! সেই থেকে ভালো লাগার পথ চলা । বাগান ঘেরা এই বাড়িটা রুনুরা কিনেছে বছর দশেক আগে ।কেনার সময় একটা উড়ো খবর কানে এসেছিল রুনুর। যে প্রবীণ দম্পতির কাছ থেকে বাড়িটা অসীম কেনে,ওদেরও আগে এই বাড়ির বহুদিনের মালিক ছিলেন এক অকৃতদার ওয়েলশ শিক্ষক - পদার্থবিজ্ঞানের। কর্মজীবন থেকে অবসর নেওয়ার পরড়ও এখানেই থাকতেন মানুষটি। একদিন সোফায় বসা অবস্থায়ই হঠাৎ তাঁর হৃদযন্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে কারখানায় তালা ঝোলায় ।প্রতিবেশীরা টের পাননি কেউ। খেয়াল করেন স্থানীয় দুধওয়ালা। তিনদিন দরজার বাইরে দুধের বোতল পড়ে থাকতে দেখে তিনি প্রতিবেশীদের সতর্ক করেন। দরজা ভেঙে দেখা যায় যে বিজ্ঞানসাধকের স্থূল দেহটি আইনস্টাইনের সর্বজনবিদিত তত্ত্বের মান রেখে তিনদিন আগেই সূক্ষ্ম অস্তিত্বে পরিণত হয়েছেন। রুনুও

পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্রী এবং স্থানীয় স্কুলের শিক্ষিকা ।এখানেই ওই প্রাক্তন বিগত মালিকের সঙ্গে কোথায় জানি একটা ক্ষীণ যোগসূত্র অনুভব করে রুনু ।রবিবারের ভরদুপুরে হাইড্রেনজিয়ার গালভরা হাসিমুখো ঝোপগুলো সমান করে ছাঁটতে ছাঁটতে ওই প্রবীণ মানুষটির একাকীত্বের কথা ভেবে অকারণেই ওল মনে মেঘ জমে । আজও রাতে অসীম বেরিয়ে গেছে হাসপাতালে ।প্রথমদিকে রুনু বলে উঠতো....আজ না গেলেই নয় ? এখন বলে না।বরঞ্চ স্বামীর বিপদঘন্টী বা বিপ্ সজোরে বেজে উঠতেই তাড়া লাগায় অসীমকে।ডাক্তারের পাশে থেকে থেকে ও 'এমার্জেন্সী' শব্দটার অর্থ বুঝেছে।কেউ ভীষণ বিপদে পড়েছে ! কারও হৃৎপিণ্ড হঠাৎ অচেনা গতিতে পা ফেলছে ! কয়েক মুহূর্তের বিলম্ব .....কারও মাথায় ভেঙে পড়তে পারে গোটা ছাদটা ! তাড়াতাড়ি ডিনার সেরে নিচের ঘরের সব আলো নিভিয়ে দোতলায় উঠে গেল রুনু ।লেপের তলায় একটা অসমাপ্ত উপন্যাসে চোখ বোলাতে বোলাতে কখন যে ওর দুচোখের পাতায় ঘুম করেছে ভর, টের পায় নি ও।অভ্যেস মতো ঘুম জড়ানো হাতেই ল্যাম্পটার সুইচ অফ হয়ে ঘরে ভরে যায় হাল্কা নীলাভ আলোয়।হঠাৎ ক্যাঁ...চ্ । সজাগ রুনুর সবকটি ইন্দ্রিয় ।তাড়াতাড়ি অঙ্কের খাতা খুলে ফেলে তারা।করো শুরু গোণা।এক, দুই.....ছয়, সাত, ...দশ, এগারো ।নির্ভুল হিসেব ।এরপর গুণে গুণে পাঁচ পা, তারপরেই।কিন্তু একী ! বেডরুমের হাতল ঘুরলো না কেন ? অসীম কি আগে ওয়াশুরুমে গেল ? নাঃ, তা কী করে হবে ! আগে তো স্টেথো, ডাক্তারির ব্যাগ, বিপ্... এগুলো দেরাজের ওপর রাখবে।নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেওয়া অপেক্ষা শুরু রুনুর । প্রতিটি মুহূর্ত এক একটি যুগ।অসীম ! অসী..ম ! অসী.....ম ! প্রথম দুটো সজোরে, শেষেরটা কাঁপা কাঁপা গলায় । আর অপেক্ষা নয়। এক হাতে সুইচ টিপতেই ঘর ভরে গেল স্বস্তির আলোয়।দশ বছরে এই বোধহয় প্রথম লেপের তলা থেকে উঠলো রুনু ।হাউস কোটটা গলিয়েই দরজার হাতলে টান।একী ! কেউ নেই তো ল্যান্ডিং-এ ! পাশের ঘরে ?

টয়লেটে ? নাঃ, কোথ্থাও কেউ নেই ! ল্যান্ডিং -এর ছোটো জানালার লেসের পর্দা সরিয়ে বাইরে চোখ রাখল রুনু ।ওখান থেকে পেছনের ড্রাইভ -ওয়েটা বেশ দেখা যায় ।নাঃ, কোনো চারপেয়ে যন্ত্রের অস্তিত্ব নেই সেখানে ।ঝড়ের গতিতে একতলায় নামলো রুনু ।লাউন্জ, রান্নাঘর....সব আলো জ্বালিয়ে দিল। টিভিটা অন্ করলো সজোরে ।পাশের বাড়ি যা ভাবে ভাবুক্।কী প্রোগ্রাম হচ্ছে বোঝারও দরকার নেই তার ।যা হবে, তা-ই দেখবে।রুনুর তখন শুধু দরকার আলো, শব্দ, সঙ্গ । ক্যাঁ...চ্। এবার শব্দটা কানে আসতেই কিচেনে ছুটলো রুনু ।ঘুরেছে দরজার হাতল।সামনে দাঁড়িয়ে পরিচিত মুখ । কী হয়েছে তোমার ? নিচে কেন এসময়?

না, কিছু না, তুমি কি আগে একবার এসেছিলে ? নাঃ, আসবো কী করে ! একটি পাঁচ বছরের শিশুকে নিয়ে কী যুদ্ধই করলাম। তারপর রুনুর চোখের দিকে চোখ পড়তেই বলল অসীম, ...ভেবো না, ঠিক আছে বাচ্চাটা। অসীমের সঙ্গে আস্তে আস্তে ওপরে উঠে এল রুনু । একী ! সারা বাড়ির সব আলো জ্বলছে কেন ? কী হয়েছে বল তো ! নাঃ, কিছু না, না মানে তুমি কি কোনোভাবেই আগে একবার..... রুনুর মুখের কথা কেড়ে

নিয়ে কী বুঝে বললো অসীম....কাঠের বাড়ি ।সমুদ্রের হাওয়ায় চারপাশ থেকে কতরকম আওয়াজ তৈরী হয়। চল শুয়ে পড়ি। হয়তো তাই । তাই বলে ঠিক এগারোই !!!!!

পদার্থবিজ্ঞান, শিক্ষকতা, তার সাথে, তার পাশে একজন মা এবং গৃহবধূ... একধারে দশভুজা... তারই মাঝে কখনো সখনো ত্রিশূল তথা হাতাখুন্তি বইপত্র নামিয়ে রেখে মনের কথা দুচার লাইন লিখে রাখি সমাজের পাতায়....

Ahana is 6 years old and her hobbies are drawing, swimming and playing LEGO games.

THE LIVINGSTONE FAIR

Soham Sinha

We were all so excited about the fair tomorrow. Why? Because there are so many things to do like, go on the trampoline, play football on the 3G pitches, the cups, a go kart racing area, a carousel and water slides and many more. Normally we would reach there at noon and stay until seven in the night.

We have a fair every two years since 1968 and we're presuming it will go on for quite a long time. By WE'RE I mean me, Ross and Jamie and we've been best friends for around ten years (by the way I'm twelve). Jamie lives across the road and Ross lives a few blocks away, but we meet each other very often. I probably shouldn't be saying this but I prefer Ross to Jamie. Anyway, as I was saying, we were all buzzed so I gave Ross a call though I probably shouldn't have because its way past our bedtime, but I called him anyway and he said he couldn't sleep because he had a nasty nightmare about the fair. I told him not to make that put him off of coming to the fair. He said he'll think about it. I bounced on the bed and fell asleep as soon as I touched it and after that I hoped I hadn't fell asleep. Here's the best I can describe my nightmare.

I was at the fair and everyone was there being normal but I saw him, only me, no one else, he was standing there in front of me, he was wearing a top hat and he was pale, paler than anything in the world. He drifted away, but unwillingly, I followed him and suddenly I wasn't controlling my body, he was. Past the stalls of hotdogs, burgers and pizzas. I was unaware of where he was taking me but I can remember as soon as we crossed the road it was suddenly pitch black, everyone had disappeared in this world. Just me and him. Unknowingly we both started running and then it became obvious someone was following us and the pale boy disappeared. It was Ross, he was following us creepily and every move he took sent a shiver down my spine but how, weirdly he was holding a hot dog and he was very pale. Everything happened so quickly at the time it was hard to realize but as soon as he vanished into thin air I felt

a cold, icy hand covered my mouth and then I woke up, sweating all over my body and then I heard my sister and mum calling me down to breakfast and I was relieved that it was all over and it was just a horrid dream but something in my brain told me it was just the beginning. Unexpectedly, my mum told me that Ross had come early to go the fair together, so I was happy but when I went downstairs, that wasn't Ross, it was a kid with a hotdog in a hand, a top hat on his head and a rather pale face.....

Soham is 12 years old, a football fanatic cool dude, loves dabbing and reading. His favourite subject is Mathematics.

'জননী' by Joyottoma Banerjee, Edinburgh

তর্পণ

চন্দনা মজুমদার

এইমাত্র বেরিয়ে গেল ওরা। দোতলার জানালা দিয়ে খাটের ওপর বসে অমৃতা দেখলেন অংশুর চলে যাওয়া। ঋভু, ঋজু দুজনেই এসে দাঁড়িয়েছিল কাছে। মিমি আর পৃথাও। "মা! একবার চলো,ওরা এসে গেছে,একবার শেষবারের মতো দেখবে চলো বাবাকে। মিমি এসে হাত ধরেছিল। "এসো মা"। মিমি,পৃথা তার দুই পুত্রবধূ । কিন্তু কখনোই সে চোখে দেখেননি ওদের অমৃতা। ঋভু,ঋজুর মতোই ওরা তার আরো দুই সন্তান। না,ওঠেননি অমৃতা। আস্তে আস্তে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে মিমিকে বললেন"না, আমি এখানেই আছি। তোমরা যাও' চিন্তা কোরনা। আমি ঠিক থাকবো। আশ্চর্যরকমের শান্ত স্থির গলা। নিজের কানেই অদ্ভূত শোনাল অংশুর শেষ বিদায়ের সময়েও এত অবিচলিত তিনি! মিমি আর কিছু বললোনা তার গায়ে আঁচলটা ভালভাবে জড়িয়ে দিয়ে পৃথাকে নিয়ে চলে যাবার সময় বলল "মা,সন্ধ্যাদি রইল। দরকার হলে ওকে ডেকো। "যাবার সময় পৃথা আলতো করে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে গেল। ।

তার কাছ থেকে অংশুর এই কি শেষ চলে যাওয়া! তিনি তো করেই চলে গেছিলেন একটু একটু করে অমৃতার শরীর,মন সবকিছুর থেকে দূরে। অমৃতাও নিজেকে গুছিয়ে নিয়েছিলেন সংসারের মধ্যে। তৈরী করে নিয়েছিলেন নিজের আলাদা জগত। তাদের এই ব্যবধানটুকু সীমাবদ্ধ ছিল তাদের দুজনের মধ্যেই। ছেলে বৌরাও তার আঁচ পর্যন্ত টের পায়নি। অংশুর প্যানক্রিয়াসে ক্যানসার যখন ধরা পভলো তখন স্টেজ ফোর। ডাক্তার বলেছিলেন ছয় থেকে আটমাস। কর্মস্থলে আর অংশুকে ফিরে যেতে দেননি অমৃতা। আটমাসের মাথায় চলে গেলেন অংশু। এই আটমাস অংশুকে চোখের আড়াল করেননি। কোনো নার্স রাখেননি। নিজের হাতে সবটুকু সেবা করেছেন। শেষের দিকে বেডসোর হয়ে গেছিল। যত্ন করে সেই ক্ষতস্থান নিজে পরিস্কার করে দিয়েছেন। শেষ দুদিন আচ্ছন্ন এক অবস্থার মধ্যে ছিলেন। তার আগে যখন সজ্ঞানে ,অমৃতার হাতদুটো ধরে বলেছিলেন"ক্ষমা কোরো আমায় মিলি। তোমার প্রতি আমি চরম অন্যায় করেছি। রোগশীর্ণ পান্ডুর দুই গাল দিয়ে গড়িয়ে পড়েছিল জল। পরম মমতায় সেই অশ্রু মুছিয়ে বলেছিলেন"না গো আমি কিচ্ছু মনে রাখিনি। হয়তো আমিই পারিনি তোমার শূন্যতা পূরণ করতে । তুমি তো খুশী ছিলে!সেই আমার পাওয়া! আর কিছু বলেননি অংশু। ধীয়ে ধীরে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে জানালার বাইরে উদাস চোখে চেয়ে রইলেন। অমৃতাও আর কিছু বলেননি। নীরবে শুশ্রূষা করে গেছেন। রাত্রি থেকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। তারপর থেকে অংশুর পাশ থেকে একবারও ওঠেননি অমৃতা। মাঝে মাঝে মিমি বা পৃথা এসে দুধ বা জল খাইয়ে গেছে। ডাক্তায় শেষ বিধান দেবার পর আস্তে আস্তে উঠে এ'ঘরে এসে বসেছেন। তারপর থেকে বসেই আছেন। নন্দিনী এসেছিল । অংশুর কর্মস্থলে কলিগ এবং সঙ্গিনীও। অংশু স্বীকার করেছিলেন তার সাথে নন্দিনীর সম্পর্কের কথা। বলেছিলেন নন্দিনীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তিনি থাকতে পারবেননা। সংসার ভাঙতে

দেননি অমৃতা। শুধু নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন অংশুর জীবন থেকে।টের পেতে দেননি কাউকেই। ছেলেদের কাছে নন্দিনী আন্টি তাই যেমন তেমনই থেকে গেছে।

আস্তেআস্তে বিছানা ছেড়ে উঠলেন অমৃতা। সামনের দেরাজ খুলে কাপড়ের ভাঁজ থেকে বের করে আনলেন একটা প্লাসটিকের বাক্স।

ভেতরে একটা সঞ্চয়িতা। তার ভেতরে মাঝের পাতায় কবেকার শুকনো একটা গোলাপফুল। আর ছোট্ট একটা চিরকুট। পাতাটা খুলে মেলে ধরলেন চোখের সামনে । প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর আগে অস্পষ্ট কালিতে লেখা"ভালো থেকো"। তার ওপর উপুড় হয়ে অঝোর কান্নায় ভেঙেপড়লেন। এতক্ষণে সমস্ত চোখের জল বাধাহীন হয়ে ধুয়ে দিতে থাকলো অমৃতার মুখমন্ডল, বিশ্বাসঘাতকতা তিনিও কি করেননি অংশুর সাথে।??

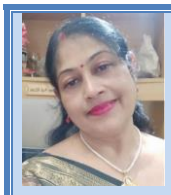

চন্দনা মজুমদার

দর্শনশাস্ত্রে স্নাতক । মূলত কবিতা লেখেন । বিভিন্ন পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত হয়েছে । খুব সম্প্রতি অনুগল্প লিখছেন । কলকাতায় জন্ম ও বড় হয়ে উঠেছেন , বর্তমানে পুনে শহরের বাসিন্দা ।

Walking in a garden, I saw a tree, and the Sunflower was smiling at me. – Rudrashila Gupta

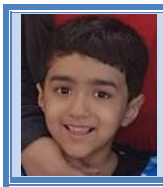

Rudrashila is 6 years old and loves to play video games. Rudra plays taekwondo and is a fantastic dancer.

Amrita's Writing Desk:

Nandini Sen

At first, I thought to tell my own story. But who will take my story who has no money, no hopes and happiness is receding in my life. Deaths, calamities, more deaths, more despair continue in my life. In fact, I tried to be the hero with all sorts of tragedy and instead I turn into a timeless pest with all sorts meaninglessness and futility.

Please don't get panicky that I will bore you with my speech on meaninglessness of life. I am moving fast to my main plot. The plot goes like this. I can tell you the story of Amrita, who was my granny as she belonged to a rich, well-educated family and married off to a richer and more educated family. She has all the potential to be the true heroine with colours from the rainbow. Henceforth, I would give the narrative power to my granny to speak for herself. She continues. "I had a beautiful wooden writing desk which was placed in its usual space in an ante-chamber of my in-law's house. The story is about me writing this 'autobiographical tale' from my desk, which was part of my life. The desk contains my soul. There lies the whole problem. Even though I was born a woman in Calcutta, India in 1912, I was not explicitly attached to cooking and rearing my sons. People became puzzled watching my restless movements. My in-laws— particularly my husband-- was never able to understand me. I was always attached to my writing desk, and that disturbed them.

My husband, Mr Partha Sen, thought that I was the hysterical woman with some rare talents. He was surprised by my prolific writing ability. He was sometimes unable to reach me when I was reading with full concentration. After coming home from his law firm at 5.30 pm sharp, he was afraid to talk to me when he saw me writing. I never failed to complete my duties: serving his evening Darjeeling tea, biscuits and different evening snacks of puris and aludom, meat, fish and paneer patties,.

I can take you for a trip to my house in Calcutta. It was in the Lake Market area. It was a poshbig house with more than a dozen of rooms. It had at least four living

rooms and four bathrooms designated for four brothers including my husband. This was quite rare in those days. The house was built by my father-in-law, Mr Sabyasachi Sen.

I was married to Mr Partha Sen in 1928. I came from a well-educated upper middle class family where I received excellent education at home both in Bengali and English. I read Shakespearean drama, Tagore, Bankim Chandra Chatterjee. I could learn faster than my elder and younger brothers though they went to posh English schools and the best colleges and universities. My mother, Sreemati Gupta, was keen to see me to grow up as a well-educated woman. She wanted me to be respected at my in-law's house. .

She and I shared the same writing desk. I used it in the mornings, evenings and nights. She wrote in the afternoons when she finished her household chores: cooking and distributing food to the household members and working maids. She gave me so much energy that even after back-aching work I could read and write for hours and that too non-stop. After I got married, I often wondered how my scholar husband could sleep so easily just after finishing his dinner. In the meantime, in the middle of the night I scribbled this poem at my desk. I know these lines won't be lost in the bleak tunnel of the future:

Today I complete thirty years of life,
Family needs me in varied ways.
Husband, sons, relatives depend on me
for their full set of household chores
Which are infinite in number?
Counting them will only increase the volume of pages.
From morning till night, I never give up
Never get my space for my mind and soul.
Rest comes for me at midnight.
I investigate my life and find out
That woman is my alter-ego
Who lost her laughter and emotion?
In those dark nights, those past laughters and cries crowd inside my soul.
My husband sleeps deeply,

While my lonely 'I' challenges my life-
Is there any meaning in this life?
Where am I heading? Where shall I stop?
Why do I eternally walk round and round the same circumference?
Looking at the distant sky-
I can only see an unsuccessful woman
Standing across the sky!
I feel inconsolably sad
Cry at the thought of 'my imagined death'.

What could I do? My mother never taught me to cook. I was married off at the age of sixteen. It was not the age to learn cooking, at least not in the upper caste, the upper-middle class families. My mother Sreemati knew about my passion for reading and writing. My in-laws were at a loss and very astonished when they observed that instead of heavy golden ornaments and beds, one piece of the most refined furniture entered their posh house with full pride and honour: my teak wood writing desk with several shelves and drawers entered my ante-chamber. It added an aesthetic of beauty to the whole room and my pride. My sisters and brothers-in-law felt a kind of awe at my superior position. They fell into the trap of the lesser sin of envying me. It became my study room. I started to write and read quite seriously parallel to giving birth to two of my sons and later the third. I sent my poems, philosophical writing and fiction to different magazines and journals. I established myself as an author without any family support but one of my friends always raised his hands to catch me whenever there was a chance of my falling on the ground with a thud. My husband was a scholarly person. He had a Masters in English Literature. He was, however, jealous of my prolific writing ability as he could not write. He moved started his career as a lawyer. I, in contrast, never even went to school. I was home-schooled. By my sheer acumen and determination, I groomed myself into a real intellectual. My writing desk became my husband's main rival. In 1935, I became an established local author for journals like Jugantar (transformation of an era), Boshumati and Kal joyi (the magazine has passed the test).

Here I must mention that my husband was quite attracted to my beauty, slimness and my intelligence although he never admitted that. He usually never failed to attend my readings at different literary clubs. He could understand that I was drifting away from him. Since my childhood I had a boyfriend, Maitresh (which was unimaginable and unthinkable in that era). He used to play tennis and drive a car. He took me whenever I was invited to a reading session. We regularly met at my parents' place. My mother Sreemati indulged our friendship based on our individual sorrows, literary pursuits and debates. She could understand that I was not at all satisfied by my non-intellectual husband. I felt guilty to call my husband non-intellectual as he could pass very easily as a learned scholar among his ordinary lawyer friends. One evening, Miatresh came to our house. It was a gloomy day with incessant rainfall. He was wearing a yellow shirt and a pair of black trousers. All my in-laws were so surprised. My unmarried sister-in-law was awestruck that her Boudi (Sister inlaw, elder brother's wife) could have a male friend. He had even come to visit my husband. My husband was fond of showing off his apparent liberal attitude and this had provoked me to propose that he must meet my childhood friend Maitresh Gupta. Oddly, my husband agreed.

Maitresh came at 6 pm sharp, his pipe still burning. My husband was refreshing himself with his second evening cup of tea. I became very alert. I was sitting at my writing desk. I was trembling with fear and a good feeling. Maitresh was looking very handsome with his dashing smart looks. My husband was beautiful but lacked that air of intelligence (modern audience call this "attitude"). The first day, Maitresh invited all of us including my father-in-law to his house for an evening dinner. I was so relieved that my husband and father-in-law agreed to go. On that day, I thought to wear my Dhakai Muslin Saree with a chiffon blouse. I decorated my hair with flowers and gold hair pins. I did my make-up and looked more beautiful than any contemporary film heroine. My husband was compelled to admit that he had a beautiful wife. He was a bit sharp when it came to my make up: 'Amrita, did you need to use so much make-up? You know I don't like it.

' We all went together to Maitresh's house by my father-in-law's car. I thought we were the only people invited for the evening; when we arrived, there were twenty other people in Maitresh's living room waiting for us. I did not have any idea what these parties meant in such an aristocratic family. Even my in-laws family, who claimed their status as an upper bourgeois family, could not fathom what would happen next. I felt like that I should be the silent spectator of these tumbling incidents and put all of them in my next short story. We were served soft drinks and alcohol. My husband and father-in-law drank small sips of whisky; the women folk drank sorbet and lassi.

Maitresh called all the guests with a lustrous sound of a spoon clanging a glass. He Introduced a game called treasure hunt. At that point I noticed his wife, Kaberi, a sweet looking woman wearing a new sari pattern. She was alone. I could see through the façade that Maitresh would never be her soulmate. Maitresh was overtly extroverted and Kaberi was extremely introverted. I had already heard from Maitresh that Kaberi was a very good cook and she could copy portraits and paintings with a great deal of skill but she rarely read and writing was out of question. Kaberi was pacing back and forth with her little body. It was clear she had some nervous tension. She hardly made eye contact with her guests. At times she darted towards Maitresh and said something very quickly in whispers.

I was feeling out of place at that party though I didn't need to panic about my dress or looks as I was looking stunning among those highly made-up women. Before I set foot outside my in-law's house, my husband had convinced me to wash all my makeup. I revealed my real, buttery skin; it could compete with any memorable heroine's skin. I thought not to join the gang on the treasure hunt inside that huge house. Instead, I began to explore the whole house. My special curiosity was to discover Maitresh's room. He slept on his own. His wife slept with his mother. When I first heard this from Maitresh, I was perplexed. I thought real rich people's whims could be complex. At least my husband never neglected me after 5.30 pm. Even once or twice, he listened to me reading my stories. We had a healthy conjugal life. Maitresh was disturbed when

he learned about this; he acted as though being intimate with your husband was not at all cool. Now, readers please don't think I had an illicit affair with Maitresh because we talked about such things. We had continued to be the best of friends. I visited my parents' house frequently. My husband loved to play bridge with my parents. While they were immersed in their games, I used to call Maitresh and have long chats, sharing our problems and wishes. Maitresh wrote novels. His novels were published regularly. He gave me this opportunity to write and get published on a future date. My next kith and kin never helped me to write but my childhood sweetheart never took off his responsibility away from my well-being. He respected my writing desk. He always replenished my book shelf with new books. I might mention my mother Sreemati in this regard. She and Maitresh never failed to send me good and rare books on my birthdays and wedding anniversaries. On that evening, I discovered Maitresh's room. From his room, it was possible to enter a huge loft. Somehow the loft uncannily called to me. I climbed the ladder and landed in his attic. It was not a beautiful room but was rather damp and dingy. There were cobwebs all over the place. I realised something was abnormal in that room. By chance I stepped on a nude doll. I was completely surprised to see there were so many dolls; Maitresh's collection. In our culture, boys never had dolls. This was shocking. Some were torn; some were without clothes. I could recognise one doll. That was mine. I was very much sure that was my doll. I was taken aback and for a moment and felt a kind of dizziness. I still remembered the day I lost that doll; there was upheaval in our house as it was my most favourite. Maitresh came in the evening after his tennis practice to get some evening snacks from my mother. My mother was fond of him and the fondness was mutual. I was crying non-stop. Maitresh acted very cool and made me understand that as I was in my teens I should forget such petty incidents. Today, the secret was revealed but I found no reason why Maitresh collecting so many dolls including mine in his attic. Why? Might be that white witch compelled him to do so.

In the meantime, Maitresh and my husband both were searching for me. They found me lying in a semi unconscious state. They were afraid and sprinkled water on my face, bringing me to consciousness. Then we returned to the main guest room. Food

was already served. There was ample food, delicious kebabs to Bengali specialties, baked fish, fish curry and dry mutton with good variety of vegetables. All the items were good enough to indulge some people's gluttony. I observed that one woman called Gina, one of Maitresh's tennis mates, was devouring big portions. She was completely perplexed by the sight of the well-prepared elaborate fish items and the authenticated sweet platter. She was overeating along with the imported red wine. The wine affected Gina. She faced some problems.

Kaberi observed her as well. Kaberi was jealous of Gina. Kaberi always had fights with Maitresh. She said repeatedly to Maitresh, 'Why do you indulge that bloated frog despite her rude and unruly behaviour? Why-why-why'. Kaberi was murmuring to her aunt, 'Look at her age. How could she manage with such gluttony? She SHOULD restrain.' Kaberi was the main cook for the night. She cooked some of the fish items and supervised the overall preparation. Maitresh depended on her for this service without any recognition of her efforts. Maitresh used Kaberi to fan his own pompous generosity, a refined cuisine and the old scent of seductive skill. I could see that Maitresh designed his parties in an artistic way.

After dinner Maitresh introduced us to a lesser known singer. He sang a popular song from a Bengali movie:

'If the tipsy feeling is in wine then
This bottle would have danced crazily.
Yes, I love my bottle of wine,
I can crack jokes easily,
I put all-all my sarcasm on the table.
The bottle permits my blabbering.'

Maitresh suggested we play more games like paper dancing. He chose Gina, his lanky-robust tennis partner. Maitresh exhibited his charm and was enjoying the closeness of Gina's full-bodied sensual gestures. Maitresh fixed his eyes on Gina's low-cut blouse where he could stealthily look at her breasts. Gina enjoyed whenever Maitresh touched

her thigh through her chiffon sari. The fateful night was waiting for something bigger to happen. Both Kaberi and Gina's husband were keenly observing them. At first Kaberi was too lazy to go and mark her territory. The clock struck 9. The old-fashioned stylish clock chimed nine times. Kaberi could not bear it anymore. She had been quite liberal with her sleeping pills. Under the influence of her tranquillizers, she felt an inner strength. She nudged my husband to dance with her. My conservative husband refused her. He flatly said, 'you are a lousy woman. You can't even stand on your own feet. You are simply jealous,' Kaberi could not take this blunt refusal and felt a fury inside her stomach. Maitresh's unknown, plain looking and ordinary wife was transformed into the devil incarnate. She grabbed a knife from the salad table and ran towards Gina. She stabbed Gina a dozen times and assured her own instincts that Gina was dead. The party came to a halt.

Three months later I met Maitresh at my parent's place. He was not in his normal condition. He had lost his usual charismatic smile, of which I had never been deprived. I learned that Kaberi had been sentenced to fourteen years in prison. Maitresh behaved like a little child. He begged me to be his confidante. I asked him, 'Maitresh, have we not been mutual confidantes since we were seven or eight? Even my own siblings were jealous of us that how we share so much when we are not siblings. I will be there for you until death. I know you are there for me.' Maitresh then suggested, 'Amrita, can we write something together?' There I objected. I convinced him, 'we cannot write together. We could be vigilant of each other's writings; Mai promise me to listen to my writings.' While I knew that Maitresh often lusted after other women, I had never felt distressed by his desires. I knew I was his fantasy. He knew the day he would touch me his only fantasy would vanish. He thought I looked at him as my loyal companion. He never could contemplate that I was deeply in love with him. Even if he would have touched me, I would melt. In that era— remember it was the 1920s and 1930s—people could not imagine that a woman could have dreams of sex and desires. I always fantasized about Maitresh, yes him and only him. Never had I thought about my husband. I loved the madness and the vulnerability in Maitresh. l loved the

mystique. His soft brittleness always began their whispers and cries in my ears. All his faults and vulnerabilities settled thick in my mind. I know my Maitresh. My pride was no one else knew this man so intimately as I knew him since we were children.

But my dreams sometimes centered on weird nightmares like dark –doomed apocalypse. I wrote to Maitresh one day and took a chance to play with his emotions. I took him to a zone of ambivalence. I used to call him Mai.

'Dear Mai,

This is for you. I don't know who this 'you' is. Today so many of 'you' told me that 'I' am depressed and feeling guilt deep inside your mind. I thought maybe these black and white photos can heal 'you'. I too am feeling a kind of fear, every night visualising floods and earthquakes inside my brain tom-tom. The bed has gone to the other side of the room, knocked by the earthquake and the house from Calcutta has moved to a remote village in India. The sky is still gloomy. I cannot distinguish the three bridges from my window. The garden looks thick with green shrubs and brown weeds as if it has given shelter to the ghost and a boy with the limp from my neighbourhood.

Yours,

Amrita.'

I met Maitresh once again at my parent's place after a year. Maitresh was more composed and had gotten his playfulness back. He said to me: 'Amrita, can we play a new game called truth.' He explained the rules to me: 'In this game you will be dared to tell all your life truths'. I said, 'Why not?' I showed off my daring attitude. Maitresh was thrilled. He asked me a spine-chilling question, 'Can I marry you?' I felt a kind of morbid silence inside my heart. I answered in a very low timid voice, 'How would that even be possible?' In our country, in the 1930s, a second marriage for a Hindu high caste woman was not possible. Maitresh laughed aloud like thunder. He stroked my right cheek and said, 'Amrita, you forgot that this is a game. You may give an illusory answer.' Next, I asked Maitresh, 'Why did your wife threaten you before the party began on that day?' Maitresh suddenly became morose. He said,' It is a long story Amrita. If you are really interested in listening, I can tell you'. I agreed to listen to him. He narrated: 'Just after our marriage, Kaberi and I had a nice, normal life. Kaberi

became pregnant. She delivered a girl child who had a deformed body and was blind. We were shocked and horrified. Our parents were sad and horrified as well.' He explained that the family began to torture Kaberi for this unfortunate incident. The child was unlucky. It died quite soon. Maitresh and Kaberi were torn apart. Maitresh had to balance between his parents' winging and Kaberi's hysterics. Sadness almost crippled their minds. They were unable to go out to the cinema or theatre; they could not even contemplate shopping. This was completely hushed up by the whole family. That was why I never came to know about Maitresh's tragedy. My mother knew about this tragedy but never divulged her neighbour's secret, not even to me. Maitresh and Kaberi were not good friends. They were therefore unable to tolerate their respective sadness. Emptiness emerged from their profound vacuum. Their memory haunted them continuously. Their eyes became the dry desert although they tried hard to look at each other. Kaberi started to hallucinate that Maitresh might murder her. The absence of the child and their dark memory lane created a complex fear that never really left them.

Maitresh and Kaberi never got their initial love back. They became staunch enemies. This created boredom inside them and they stared at each other with utter blankness and ennui. One fine evening, Maitresh revived his playful mood. He went out with his friends to drink alcohol and to meet Gina. Kaberi suspected this from the very beginning. She could not complain. However, she did understand that it was quite intolerable for her. She felt that her dignity had been snatched from her as she could not produce the future descendant for Maitresh. She gradually prepared herself to take revenge although Maitresh's job promotion at that time led to a happy interval.

Kaberi took that chance to invite everyone to celebrate her husband's promotion. Maitresh designed the party and delegated the responsibility of refreshment to Kaberi. She was perfect in her performance. She never knew that Maitresh would invite Gina at this party. The moment she saw Gina, when Maitresh had explicitly promised he wouldn't invite her, Kaberi's brain tom-tom went off. She was pained and felt the usual pang of solitude She understood that Maitresh had broken her trust.

The party was brought to a halt. Family members and neighbours including my mother uttered the same words and had the same disgusting feeling about Kaberi. 'Kaberi created danger. She could not tolerate her husband's mistress. Was this a sensible woman who couldn't tolerate husband's mistress? Eh!! The shameless woman attempted to eat the head of her husband without success. Yesterday morning Kaberi was arrested for murdering her husband's mistress. Peace reigned in the neighbourhood. Thank God!! The trouble maker was gone! Sure, the dangerous woman called Kaberi never came back again after her imprisonment.'

It was a rainy day. When Kaberi went out she saw the hazy round moon inside the incessant rain. Her palm didn't miss a single drop as each drop landed either in her hand or on her cheek; grazing her head, fluttering her bountiful hair. Dawn would wake her up to another festive mood. That day was the day for puffed flour balls, intense lentil in turmeric powder with small pieces of coconut, aubergine fries, roasted potatoes, cottage cheese balls soaked in sugar syrup and the refined rice pudding. She could see her home, her grandmothers and her cousins. They took her to a land of fantasy, to the fair cum festival of Jagannath (the tribal God), Balaram and Shubhadra. The rain stopped. Her romantic mood continued. She went to her parent's place. The smell of the soil and the grass was fresh.

Few days later she was diagnosed with severe dementia. She had become a tragic figure. She forgot everything. She could not recognise her own child. For the last seven-eight years she was completely dependent on Tanmoy, her only son from Maitresh. Maitresh never knew about him that Kaberi conceived from an accidental night. Every day she asked Tanmoy, "What day is it? When am I going back home?" However, instinctively she knew Tanmoy was always beside her. She could realise when Tanmoy came in the house, fed her, washed her, made her sleep and even sometimes read her some good old stories from her favourite ones. That night was a fateful night for her. When Tanmoy didn't turn up for feeding, Kaberi felt a strong hunger. The hunger subsided. She thought that 'someone' was missing. She started to weep. She said gibberish words, 'Where are you? I need your lap to sleep. Touch me on my forehead and take me to that village where I can stay with you.'

She was anxious and nervous. She peed a lot in the room. She did not bother to go to the toilette. She felt the urge to talk to that 'someone'. She talked to that 'someone' for the whole night about her own life in the mountains, the darkness inside the caves and a tree top where she and Tanmoy took shelter after a school game was over in the afternoon. Next morning, the social worker came in and found her immersed in pee and pooh. Kaberi started to contemplate that she was inside a salty sea.

Yesterday Maitresh and I met once again and stood equally. Today this seemed impossible. We met once again. We would meet once again. He realised I was cruel andruthless. I loved him more than any of my lovers. He loved me wrongly. He had never forgiven me. He never forgot I left him. Cruel unconditional love could be poisonous. In a way, I might kill him in his helpless condition. A scarf could never usher him warmth. I might try to hush his cries and whispers. He might come to me; Once again, he might use my studio for his studies.

He was grateful to use my writing desk in an unmarked way. He sometimes felt unwell. I punished him for his disobedience. He obeyed and succumbed to be vegetarian. He had no choice. Once I used to lift him as if he was a small ghost. Now he joked about my body weight. We were two desperate souls. We asked for each other's company. He had come to the foreign land. He took the chance to meet me. He has really turned into a vegetarian! Tears and agony coupled with laughter dovetailed the main; restrained in tightly bound chains, frantic to fly away. Strength within brewed to fight the cusped mockery to sway. I hoped for that ray of light for a new lease in life. I anticipated the revolution or revelation or whatever it might be. I realized that life could be as beautiful as it should be. The last time I met Maitresh was in Bombay Victoria Terminus Railway Station. He was established as a middle-range, average author. I had already received the highest national literary awards for my novels. I was very proud at that time because I was the first woman writer in India to win that prize. My landmark novel ***From Amrita's Writing Desk*** depicted history, a lucid, intelligent and a compassionate and heartfelt plea for memory. I was

described by all Bengali and national newspapers and journals as 'a traditional writer endowed with the gift of ancient story-tellers'.

Maitresh knew that I had lost my husband with whom I had no common bonding. I graphically described to Maitresh how my husband died. I forced him to listen to me. 'I must try to trigger your curiosity about this non- poignant death by saying physical pain is an eternal, internal, voiceless and unspeakable experience. In his last three days of his life my husband screamed incessantly. Three days of frightful suffering and the death.' After that I left my in-law's house and lived with my partner, whom I met at a publisher-author's get-together, having never remarried. Neither Mairesh nor my partner dared to seriously propose to me; until Mairesh on that very last day."

Nandini Sen

I am a freelance anthropological/interdisciplinary researcher and write fiction and poems. In June 2018, my book Urban Marginalisation in South Asia: Waste Pickers in Calcutta has been published by the esteemed publisher Routledge/ Routledge South Asian Studies, University of Edinburgh.

অকালবোধন

সম্রাট ধর

আজ তিনপুরুষ ধরে নৃপেন বাবু প্রতিমা গড়ছেন। নৃপেন্দ্রনাথ পাল, প্রৌঢ় মৃৎশিল্পী প্রতিমা গড়েন কেবল জীবিকার তাগিদেই নয়, এটাই তাঁর পরিচয়, তাঁর সত্ত্বা। আধুনিকতা ছোঁয়নি নৃপেন বাবুকে, তিনি বিশ্বাসী সনাতনী ভাবধারায়, নিয়ম নিষ্ঠা করে প্রতিমা গড়েন। সাধারণ মধ্যবিত্ত শিল্পীর অর্থাভাব প্রবল হলেও মাতৃ প্রতিমা গড়াকে ব্যবসা বলে ভাবতে পারেন না ।

প্রতি বছর নিয়ম করে মহালয়ার দিন ভোরের আলো ফোটার আগেই গঙ্গা স্নান করে, মাতৃমূর্তির চক্ষুদান করেন, পাশে রেডিও টা চলে মৃদুস্বরে । প্রৌঢ়ের চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হতে শুরু করলেও তুলির টানে এতটুকু কমেনি মুন্সিয়ানা। এবছর শরীর টা বিশেষ ভালো নেই, তার সাথে রয়েছে নানান চিন্তা। ভোর হওয়ার আগেই সাড়ে তিনটে রাত্রে পৌঁছলেন গঙ্গার ঘটে, পবিত্র ডুবটা দিয়ে, ফিরে এলেন তাঁর ছোট্টো ভাঙাচোরা স্টুডিওতে। রেডিওর ব্যাটারি গুলো আগেরদিন রাতেই পাল্টে রেখেছিলেন ।

তুলি হাতে নিতেই কেমন যেন একটা অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলেন, আগে কখনো ঘটেনি এরকম । চোয়াল শক্ত করে এক ঢোক জল খেয়ে নিয়ে, রেডিওর ভলিউম তা সামান্য কমিয়ে আবার তুলি নিয়ে রঙের পাত্র বাঁ হাতে ধরলেন। বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে ভেসে আসছে, 'অশ্বিনের শারদ প্রাতের' সুর, কিন্তু নৃপেন বাবু যেন ক্রমশ অবশ হয়ে পড়ছেন, তাঁর ডান হাতের তুলিটা তাঁকে এমন বিশ্বাসঘাতকতা করেনি এর আগে। হঠাৎ যেন চোখের মাঝে আঁধার দেখতে লাগলেন। তুলি, রঙের পাত্র নিমেষে ছড়িয়ে গেলো মেঝেতে ।

নৃপেন বাবু চশমার কাঁচটা মুছে দেখলেন, তাঁরই হাতে গড়া মাতৃ প্রতিমার মুখটা যেন হঠাৎ পাল্টে গেছে.... নেই সেই স্মিত হাসি, নেই সেই মমতা, নেই সেই দৃঢ়তা! মাতৃ মুখে শুধুই যেন শুন্যতা, বিস্তীর্ণ শুন্যতা। চোখের কোনে যেন জমে আছে এক ফোঁটা অশ্রুকণা। মায়ের মুখটা যেন বড়ই চেনা তাঁর.... এ কি, এ কি ..... এ কি দেখলেন উনি, এতো তাঁরই একমাত্র মেয়ে পার্বতীর প্রতিচ্ছবি।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলো নৃপেন বাবুর, এমন দুঃস্বপ্ন হঠাৎ দেখলেন কেন? সামনের অগ্রহায়ণেই বিয়ে পার্বতীর, পাত্র সরকারি চাকুরে, নিজেদের বাড়ি শ্রীরামপুরে। পার্বতী এবছর মাধ্যমিকে ফার্স্ট ডিভিশনে পাস্ করেছে, ইচ্ছে ছিল উচ্চ মাধ্যমিকে আর্টস নিয়ে পড়ার, তারপর দর্শনে অনার্স। কিন্তু হঠাৎ এমন ভালো সম্বন্ধ আসায় নৃপেন বাবু পিছপা হননি।মাত্র ১ লক্ষ টাকা বর পন চেয়েছে পাত্রপক্ষ, এই বাজারে এমন সম্বন্ধ ছাড়া মানে নিজের মেয়েরই ক্ষতি করা, এমনটাই ভেবেছিলেন তিনি। কিন্তু এমন দুঃস্বপ্নের মানে টা কি? ভোর রাতে বিছানা ছেড়ে উঠে নৃপেন বাবু ছুটলেন গঙ্গার ঘাটে ।

সকাল হতেই ব্যাংকে ছুটলেন নৃপেন বাবু, বর পনের ১ লাখ আর বিয়ের খরচ বাবদ জমা করা আরো ২ লাখ টাকা ফিক্সড ডিপোজিট করলেন মেয়ের নামে। বাড়ী ফিরে মেয়েকে ডেকে বললেন, উচ্চমাধ্যমিকে ভালো ফল করতে গেলে যদি তার প্রাইভেট টিউশন নিতে লাগে, তিনি ব্যবস্থা করবেন।

কাল মহালয়া, মাতৃপ্রতিমার চক্ষুদান করবেন নৃপেন বাবু। আজ রাতে কর্মশালা বন্ধ করার সময় দেখলেন মাতৃপ্রতিমার পশ্চাতে এক উজ্জ্বল জ্যোতি, প্রাণবন্ত হাসি দেবীর মুখে। বেশ হালকা অনুভব করলেন নৃপেন বাবু। হেঁটে বাড়ী ফিরতে ফিরতে শুনলেন কে যেন রাতেই মহালয়ার অডিওটা মোবাইল ফোনে বাজাচ্ছে। অকালবোধন! হাসলেন নৃপেন বাবু ...

সম্রাট, উত্তর কলকাতার ছেলে, কর্মসূত্রে এডিনবরা নিজের শহর ফেলে। পেশায় তথ্যপ্রযুক্তি শ্রমিক, আর নেশায় যে কি সেটা সে নিজেও জানে না। জুতো সেলাই, থেকে চন্ডীপাঠ, সর্ব ঘটের কাঁঠালী কলা, সম্রাট ইজ এ জ্যাক অব অল ট্রেড, মাস্টার অব নান।

Fall is here, the autumn I see – Soumak Dhar

Soumak is 3.5 years old. He loves colouring and playing with animal toys.

সাত দশকে স্বাধীনতা

শর্মিষ্ঠা দত্ত

#১

"উই ইশকুলে মেলা লোক আইসছে রে দিদি, সাবির বুইলছে আজ সাদিনতা দিন না কি ...উই ডাগ্তার মাতায় কাপড় বাঁন্ধে উঁচাতে উঠায়ে দিবেক ,তারপর বাচ্চাগুলানকে লাড্ডু দিবেক ....যাবি দিদি ?"

চার বছরের পিন্টু সকাল থেকে ঘ্যানঘ্যান করে যায় দিদির কাছে ।সাত -বছরের বেলী আর পিন্টু পথশিশু ,ওদের কোনো ঘর নেই , পরিবারও নেই ।দু বছর আগে সামনের বস্তিতে থাকত । রাজমিস্ত্রির সঙ্গে কুলি-কামিনের কাজ করার সময় পুরনো বাড়ির দেওয়াল ধ্বসে মা -বাপ একসঙ্গে মরে যাওয়ার পর ওদের দু ভাইবোনের ঠাঁই হল এই বড় মন্দিরের চাতালে । পুজোপার্বণে বেশ কিছু কুষ্ঠরোগী আর অন্যান্য বাচ্চাদের সঙ্গে এই চাতালে বসে ভোগের খিচুড়ি খায় ,অন্যান্যদিন ভিক্ষাই ভরসা ।কুড়িটাকা আয় হলে দশটাকা নিয়ে নেয় এলাকার মস্তান রতনদা ।ভাইকে নিয়ে পায়ে পায়ে স্কুলের দিকে এগোয় বেলী।গেটের ভেতরে ঝকঝকে গাড়ি চড়ে আসা কেতাদুরস্ত পোশাকে ঝলমলে কিছু মানুষ স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলন করেন ।ছাত্রছাত্রীরা সুর তোলে "জনগণমন অধিনায়ক জয় হে ..." বিশিষ্ট নাগরিকদের ভাষণে শিশু -কিশোরদের সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে আদর্শ নাগরিক গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখানো হয় ।সামনের টেবিলে খাবারের প্যাকেট ।বন্ধ লোহার গেটের বাইরে থেকে লুব্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে পিন্টুরা ।অনুষ্ঠান শেষ হলে স্কুলের ছেলেমেয়েদের হাতে প্যাকেট তুলে দেওয়া হয় ।এবার গাড়িগুলোর ফেরার পালা ।দারোয়ান গেট খুলে দেয় , সেই সুযোগে পিন্টুরা ভিতরে ঢুকতে যায় ।দারোয়ানকে ধমকে ওঠেন কর্তৃপক্ষের লোকজন , "-সিকিউরিটি ! রাস্তার নোংরা বাচ্চারা স্কুলের ভেতর ঢুকছে কি করে ? " ----দারোয়ানের লাঠির বাড়ি খেয়ে পিছু হটে ওরা ...ভারত ভাগ্যবিধাতা অলক্ষ্যে হাসেন ।স্পিকারে সিডিতে বাজছে ইউথ কয়ারের গান ...

"ভারতবর্ষ মানবতার এক নাম
অস্পৃশ্যতা হিংসা ও দ্বেষ ভুলে
কণ্ঠে সবার একতার জয়গান
ভেদাভেদ ভুলে বক্ষে নিয়েছে তুলে ..."

#২

আজ সকাল থেকেই ব্যস্ততা ,দম ফেলার সময় নেই জয়িতার ।সকাল আটটায় রিপোর্টিং ।সাড়ে ছটায় মেয়েকে খাইয়ে ,সাজিয়ে গুছিয়ে স্কুলবাসে তুলে দিয়েছে ।দশটার মধ্যে ওদেরও পৌঁছতে হবে স্টেডিয়ামে । রাইয়ের আজ ইন্ডিপেন্ডেন্স ডের ড্রিল পারফরমেন্স আছে ।নামীদামী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করলে বাচ্চারা এই এক্সপোজারগুলো পায় ।মন্ত্রী ,বড় বড় সরকারী অফিসারদের সামনে পারফর্ম করবে ওর মেয়ে ! একদিনের জন্য ড্রেস বানাতে যা খরচ হয়েছে ,সেই টাকায় ওই বয়েসে জয়িতার পাঁচটা জামা হয়ে যেত

।রাইকে স্কুলবাসে উঠিয়ে শাশুড়িকে দই-চিঁড়ে মেখে দিল জয়িতা ।" তুমি আজ ব্রেড আর ওমলেট খেয়ে নেবে গো ?"অভীককে জিজ্ঞেস করল জয়িতা ।

"তুমি তো জানো ,আমার ব্রেড খেতে ভালো লাগে না...তবু রোজ ব্রেড গেলানোর চেষ্টা ! এত ফাঁকিবাজি করে সংসার করা যায় না ..বুঝলে । আজ ছুটির দিন , একটু ভালোমন্দ খাবো তো ...নাকি ! নুডলস বানিয়ে দাও ব্রেকফাস্টে ।"

"আমাকেও পর পর দুদিন দই -চিঁড়ে দিলে জয়ী ..." ধুয়ো ধরলেন শাশুড়ী ।

অগত্যা চাউমিনের সব্জি কাটতে বসল জয়িতা ।আজ পদ্মও আসেনি সকালে ...না বলেই ।বাসনগুলো ধুয়ে নিতে হবে , কাপড় নাহয় আজ থাক ।

"দুপুরে ইলিশ মাছটা কোরো ,আর মটন ।"অভীকের কথা শেষ না হতেই শাশুড়ী বললেন ,"সর্ষেটা শিলে বেটো জয়ী ,তোমাদের ওই কেনা সর্ষের স্বাদ মোটেই ভাল হয় না ।আর মাথা দিয়ে কচুর শাকটা আজই কোরো ...অভি ভালোবাসে ,ছুটির দিন একটু আরাম করে খাবে।"

শাশুড়ির নিরামিষ ...ধোঁকার ডালনা ,আলুপোস্ত ,ডাল ...ঝড়ের গতিতে হাত চালিয়ে রান্না শেষ করে , রান্নাঘর পরিষ্কার করে জয়িতা যখন স্নান করতে গেল ...ঘড়িতে তখন নটা বেজে গেছে । যথারীতি আজও ব্রেকফাস্ট হল না । অভীক ততক্ষণে চিৎকার শুরু করে দিয়েছে , "সোয়া নটার মধ্যে না বেরোলে দেরি হয়ে যাবে ...কি কর কি সকাল থেকে ! " কোনরকমে শাড়িটা গায়ে জড়িয়ে ,চুল আঁচড়ে একটা হাতখোঁপা বেঁধে নিল জয়িতা ।"ইস ! তুমি এভাবে যাবে ! কোন সেন্স নেই তোমার...চুলটা ঠিক কর ...একটু লিপস্টিক লাগাও ...টিপ পড় ।একটা প্রেস্টিজিয়াস প্রোগ্রামে যাচ্ছ সেটা মনে রেখো ।"গজগজ করে উঠল অভীক ।

প্রায় সোয়া দশটা নাগাদ ওরা স্টেডিয়ামের গেটের কাছে পৌঁছল ,লাউডস্পিকারে উদ্বোধনী সঙ্গীতের আওয়াজ ভেসে আসছে ..."তুমি যে সকল সহা ,সকল বহা ,মাতার মাতা ..."

#৩

রাত তিনটেয় রোজ ঘর থেকে বেরোয় শামসুর ।হাঁটুজলে নদী পেরিয়ে পৌঁছে যায় ওপারের গ্রামে ।পাইকারি দামে সব্জি কিনে মাথায় ঝাঁকা নিয়ে ভোর সাড়ে ছটার মধ্যেই পৌঁছে যায় শহরের বাজারে ।টাটকা সব্জি সকাল নটার মধ্যেই শেষ হয়ে যায় ।ঘরে ফিরে আম্মাকে টাকাপয়সা বুঝিয়ে দিয়ে ,স্নান করে ,দুটো ভাত মুখে গুঁজেই কলেজে দৌড়োয় শামসুর ।এবার উচ্চ-মাধ্যমিকে হিউম্যানিটিজে স্টারমার্কস পেয়ে পাশ করেছে সে , তিনটে সাবজেক্টে লেটার ।প্রথম ক্লাস কোনোদিন মিস করে না সে ।আব্বা কারখানায় কাজ করত ।মাসতিনেক আগে ডিউটি থেকে ফেরার সময় দাঙ্গাবাজদের হাতে খুন হয়ে যায় ...সকালে সুস্থ মানুষ কারখানায় গেল , ফিরল লাশ হয়ে ।আব্বা কস্মিনকালেও রাজনীতি করত না , ইউনিয়নের খাতায় নামও ছিল না ।তবুও অন্য সম্প্রদায় পরিচালিত ইউনিয়নের কর্মীদের হাতেই মরতে হল তাকে । শামসুরই বড় ছেলে ,আরো দুটো ভাই আর একটা বোন আছে তার ।তাই পাশের ঘরের নঈমচাচার কথামতো সব্জির ব্যবসা করে সংসারের হাল ধরেছে সে ।মাসদুয়েকের মধ্যেই বাজারের অন্য সব্জিবিক্রেতাদের চক্ষুশূল হয় শামসুর ।ওরা আগের দিন ট্রেনে করে গিয়ে

গ্রাম থেকে সব্জি আনে ...বারবার জল ছিটিয়েও সকালে তেমন তাজা থাকে না ।টাটকা সব্জি সঠিক দামে পেলে কে আর বাসি সব্জি নেয় !

আজ স্বাধীনতা দিবস ।ভোরের আলোআঁধারিতে ঝাঁকাভর্তি সব্জি নিয়ে ফিরছিল শামসুর ।হঠাত্ই ওর ওপর চড়াও হল ওরা।আবছা আলোয় বিনোদ , কমল আর সুকান্তকে চিনতে পারল শামসুর ।এলোপাথারি রামদার কোপ পড়ছিল গায়ে... "শাল্লা ...মুসলমানের বাচ্চা ! আমাদের ধান্দা মারবি তুই ! জাহান্নামে যা এবার ..."

রক্তাক্ত শরীরে অচেতন অবস্থায় রাস্তার পাশের ঝোপে পড়ে থাকতে থাকতে দূর থেকে ভেসে আসছিল কোনো ক্লাবের অনুষ্ঠানের সমবেত সঙ্গীত ..."মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান ..."

#৪

তিনদিন বাদে আজ কাজে বেরোল পুষ্প ।বিকেলেও জ্বর এসেছিল ,ব্যথা তো আছেই ...তবু পেটের দায় ! কাল থেকেই হাঁড়িতে চাল বাড়ন্ত ।কাল রাতে দোকান থেকে রুটি-তরকা কিনে খেয়েছিল ।আজ সকালে চাল চাইতেই পাঁচকথা শুনিয়েছে শান্তিমাসি ।গত কয়েকমাস ধরেই রোজগারে টান ধরেছে , আসলে শরীরটা ভালো নেই ওর ...পাড়ার দাতব্য চিকিৎসালয়ে দেখিয়েছিল ,ডাক্তারবাবু বলেছে রোগ হয়েছে ,এখন ব্যবসা বন্ধ রাখতে হবে কিছুদিন ।কিন্তু ধান্দা বন্ধ রাখলে খাবে কি ? @চেহারাটাও দিনদিন কঙ্কালসার হচ্ছে ,খদ্দেররা আর নিতে চায় না ওকে ।বসিয়ে বসিয়ে কে খাওয়াবে রোজ ! তাই ধান্দায় বেরোতেই হল ।

"শোন ...ব্যবসা করতে গেলে নিজেকে বেচতেই হয় ...কাজ না করলে খাবি কি ? "...একপোয়া চাল আর দুটো আলু দিয়ে পাশের ঘরের যূথী বলেছিল ।ঘায়ের থেকে পূঁজ গড়াচ্ছে তবু নাভির একহাত নীচে লালরঙের নেটের শাড়িটা পরে বড়রাস্তার ল্যাম্পপোস্ট ধরে দাঁড়াল পুষ্প ।আজও রোজগার না হলে এরপর পেটে কিল মেরে থাকতে হবে । পাশে জেসমিন আর লীলা দাঁড়িয়েছিল ।ওকে দেখে চোখে কানকি মেরে হাসল ..."শালীকে দেখ ! দাঁড়কাক আবার ময়ূর সেজেছে !" জেসমিনের কথাটা শুনেই মাথায় আগুন ধরে গেল ।শালীদের খুব রূপের দেমাক...রাস্তায় দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই খদ্দের জুটে যায় ।

আজ স্বাধীনতা দিবস ।ছুটির দিনে দেদার মদ গিলে দুটো ছেলে গাড়ি নিয়ে এ পাড়ায় এল আরো বেশি ফুর্তির খোঁজে ।জেসমিন আর লীলাকে রেট জিজ্ঞেস করল...হোটেলে কাজ হবে ।ডবল রেট আর হোটেলে খাওয়ানোর চুক্তিতে রফা হল ।পুষ্পর দিকে ফিরেও তাকাল না ছেলেগুলো ।গাড়িতে ওঠার আগেই জেসমিন আর লীলার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পুষ্প । অতর্কিত আক্রমণে ঘাবড়ে গিয়ে ওদের ফেলে রেখেই ছেলেগুলো গাড়ি নিয়ে চম্পট দিল ।

"শালী ...আমাদের ধান্দা খারাপ করলি তুই !..." প্রতি-আক্রমণে কিল -চড়-লাথি-ঘুষি কোনটাই বাকি রাখল না ওরা ।

প্রভাতফেরিতে দুর্বার সমিতির দিদিরা গাইছিল না ! কানে ভেসে এল সেই সুর .."ওঠো গো ভারতলক্ষ্মী ,ওঠো আদি জগতজনপূজ্যা ..."

#৫

কাল স্কুল থেকে ফেরার পর থেকেই কেস খেয়ে বসে আছে রোহিত ।বাবা মা কেউ কথা বলছে না ওর সঙ্গে । স্কুলে গার্ডিয়ান কল হয়েছিল ,সেখানেই ওর কুকীর্তির কথা ফাঁস করেছেন ক্লাস টিচার । মা সারারাত কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছে । "এমন ছেলের মা হওয়ার আগে আমি মরে গেলাম না কেন !"

ফার্স্ট টার্মের রেজাল্ট বেরিয়েছিল কয়েকদিন আগে ।যথারীতি এবারও সায়েন্স সাবজেক্টগুলোতে ধেরিয়েছে ও ।অঙ্কের অবস্থা সবথেকে শোচনীয় ...একশতে সাতাশ !

ক্লাস টেনের ফার্স্ট টার্মে এই পারফরমেন্স হলে বোর্ডের রেজাল্ট কি হবে বোঝাই যাচ্ছে ।

"আমি লোকের কাছে মুখ দেখাবো কি করে বলতো ? তোর সব কাজিনরা ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করে বড় বড় ইনস্টিটিউশনে পড়ছে ...হাই প্যাকেজের চাকরি করছে ...ফরেন যাচ্ছে ...আর তুই ! "...মা প্রায় রোজই এসব বলে আর কাঁদে ।

বাবা বইখাতা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল ..."এত পয়সা খরচ করে নামকরা স্কুলে পড়াচ্ছি ...এত এক্সপেনসিভ টিউশন ! আমার স্যালারির অর্ধেক টাকা তোর পিছনে খরচ করি ...তার এই প্রতিদান দিচ্ছিস তুই !"

রোহিত চেষ্টা করে পড়ায় মন বসানোর...সারাদিন বই নিয়েই বসে থাকে ,কিন্তু অঙ্ক-ফিজিক্স-কেমিস্ট্রি ওর মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে যায় ।বরং অনেক বেশি ভালো লাগে হিস্ট্রি অথবা লিটারেচার ।গল্পের বই পড়তে খুব ভালোবাসে রোহিত ...গান শুনতেও ।ছোটবেলায় আবৃত্তি শিখত ,কিন্তু এখন পড়াশোনার জন্য সব বন্ধ ।টিভির কেবল কানেকশনও কেটে দিয়েছে বাবা ... বলেছে আগে হাফইয়ারলির রেজাল্ট দেখবে ,তারপর অ্যালাউ করবে ।মায়ের টিভি দেখাও বন্ধ । ওর সব বন্ধুর স্মার্ট ফোন আছে ,ওকে দেয়নি বাবা ...পড়ায় কনসেন্ট্রেট করতে পারবে না বলে । বাড়িতে বাবার শুধু একটা স্মার্ট ফোন আছে ।মায়ের ফোনটা অর্ডিনারি ।বাড়িতেও কম্পিউটারে কোনো কাজ করতে বসলে মা ঠায় বসে থাকে সামনে । স্কুলে-টিউশন ক্লাসে বন্ধুরা মাঝে মাঝে লুকিয়ে মোবাইল আনে ...ওখানে কিছু নিষিদ্ধ বস্তুর স্বাদ পায় ও ...মুক্তির স্বাদ ! টিউশন বা স্কুলের পড়া কিছুই মাথায় ঢোকে না ।বইয়ের পাতা খুললেই স্মার্ট ফোনের স্ক্রিনের সেই নিষিদ্ধ দৃশ্যগুলো চোখের সামনে ভেসে ওঠে ...রেজাল্ট আরও খারাপ হতে থাকে ।পরশু বায়োলজি ক্লাসে লাস্ট বেঞ্চে বসে আরিয়ানের ফোনে মিউট করে একটা ভি ডি ও দেখছিল ...তখনই ধরা পড়ে যায় ।কাল পেরেন্ট কল করে বাবা -মাকে থ্রেট করেছেন প্রিন্সিপাল ।আর যদি এর রিপিটেশন হয় স্কুল থেকে এক্সপেল করা হবে ওকে ।

আজ একজন সাইকোলজিস্টের কাছে গিয়েছিল ওরা ।ওদের তিনজনেরই কাউন্সেলিং হল ।সপ্তাহে একদিন করে আসতে হবে এখানে ।

বাড়ি ফিরে অনেকদিন পরে টিভিটা চালালো বাবা ।আজ ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে ।দূরদর্শনে আবৃত্তি করছেন রোহিতের প্রিয় বাচিকশিল্পী ।

" মনে আছে সেদিন হুলুস্থুল বেধেছিল

ঘরের কোণে জ্বলে উঠেছিল আগুন --

আমাকে অবজ্ঞাভরে না নিভিয়ে ছুঁড়ে ফেলায় ! ..."

#৬

সুমিতের এলাইজা টেস্টের রিপোর্টটা হাতে নিয়ে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল রূপা ।বিছানা থেকে ক্ষীণস্বরে সুমিত জানতে চাইল ,"কি হল রূপা ?রিপোর্ট কি পজিটিভ এসেছে ?" প্রায় মাসখানেক ধরে জ্বর , পেটখারাপে ভুগছে সুমিত , কোনো অ্যান্টিবায়োটিকে রেসপন্স করছে না , তাছাড়া দ্রুত ওয়েট রিডিউস হচ্ছে দেখে পাড়ার নার্সিংহোম থেকে ট্রপিক্যাল মেডিসিনে রেফার করেছিল ।আজ রক্তপরীক্ষার রিপোর্ট এসেছে ...পজিটিভ ।

হাউহাউ করে কেঁদে উঠল রূপা ..."আমাকে তুমি এভাবে ঠকালে সুমিত ?"

কেঁদে উঠল সুমিতও .."বিশ্বাস কর ,আমি কিছু করিনি ।তুমি ছাড়া আর কোনোদিন কারুর সঙ্গে কোনো রিলেশনশিপ হয়নি আমার ।কি করে কি হল আমি জানি না ...সত্যি জানি না ..."

ডক্টর সেন জিজ্ঞেস করলেন ," আপনার হাতে একটা ট্যাটু দেখছি মিস্টার রয় ...কবে , কোথায় করিয়েছেন ?"

"মাস ছয়েক আগে একটা শপিং মলের ট্যাটু সেন্টারে -...কেন ওই নিডল থেকে কি কিছু ..." রূপা বলল ।

"মে বি ...বিউটিপার্লার বা ট্যাটু সেন্টারের আনস্টেরিলাইজড নিডল থেকে এ রোগ স্প্রেড করছে ।কিন্তু সরি মিসেস রয় , ওঁকে এখানে রাখা যাবে না ,ইমিডিয়েটলি ট্রপিক্যালে অ্যাডমিট করিয়ে দিন ...আমি এক্ষুনি রিলিজ করে দিচ্ছি ... আর আপনারও একটা এলাইজা টেস্ট করিয়ে নেবেন ।"

বাড়ির সবার অমতে সহকর্মী সুমিতকে বিয়ে করেছিল রূপা ।মাকে হারিয়েছে কোন ছোটবেলায় ।এই চার বছরে একবারের জন্যও বাবা বা দাদার কাছে যায়নি ও..অভিমানে । শ্বশুরবাড়িতেই থাকে ,সুমিতের বাবা -মা নেই ,বাবার বাড়িতেই দুই দাদা আর ডিভোর্সি দিদি থাকে ,যদিও হাঁড়ি আলাদা ।সুমিতকে নিয়ে দুপুরে বাড়ি ফিরতেই সবাই আঁতকে উঠল ।এসব খবর কিভাবে যেন ঠিক ছড়িয়ে পড়ে ।বিকেলে ট্রপিক্যালে নিয়ে গিয়ে শুনল কোনো কেবিন খালি নেই ।দৌড়াদৌড়ি করে জেনারেল ওয়ার্ডে কোনরকমে একটা বেড জোগাড় করল রূপা ।রাতে বাড়ি ফিরে দেখল রীতিমতো বিচারসভা বসে গেছে বাড়িতে ।সবাই মোটামুটি একমত যে সুমিতের চরিত্রের স্খলনের ফলেই এই মারণরোগ বাসা বেঁধেছে শরীরে ।রূপারও নিশ্চিতভাবে এই রোগ হবে ।সুতরাং এবাড়িতে থাকা চলবে না ওদের ।"কোথায় যাবো আমি ?" আশ্চর্য হয় রূপা ...এরাই আপনজন !

রাতে বাড়ির বাইরে গাড়িবারান্দায় একা বসে থাকতে থাকতে চোখের জল শুকিয়ে ওঠে রূপার । বাঁচতেই হবে ওকে ....দুবেলা মরার আগে কিছুতেই মরবে না ও । রাত পোহালেই স্বাধীনতা দিবস ।আপনমনেই গুণগুণ করে রূপা ...

"এ ভারতে রাখো নিত্য প্রভু ,তব শুভ আশীর্বাদ ---

তোমার অভয় ,তোমার অজিত অমৃত বাণী

তোমার স্থির অমর আশা ।"

#৭

গানের ক্লাস থেকে বেরোতেই রোজকার মতো মামণি গাড়ি নিয়ে হাজির ।আজ মামণির কলেজে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান ছিল ।বনলতা বলেছিল ও নিজেই বাসে করে বাড়ি ফিরে আসবে ।

" উফফ মামণি ! তুমি আবার এলে কেন তাড়াহুড়ো করে , আমি নিজেই চলে যেতাম ।"

"জানি তো ...তুই নিজেই যেতে পারতিস.. কলেজের প্রোগ্রাম তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল ,তাই এলাম .." মাধবী হেসে বললেন ।মাধবী অবিবাহিতা ,একাই থাকেন । কলেজে অধ্যাপনা করেন দীর্ঘ পনের বছর ধরে । নেশা দেশ বিদেশে ঘোরা ।বছর দুয়েক আগে পুরুলিয়ার জয়চণ্ডী মেলায় বনলতার গান শুনেছিলেন ।অসাধারণ গানের গলা মেয়েটার ,মুগ্ধ হয়েছিলেন তখনই ।নিজেই আলাপ করেছিলেন ওর সঙ্গে ।বনলতা মাহাতো ...গ্রামের স্কুলে ক্লাস এইটে পড়ে ,প্রতি বছর ফার্স্ট হয় ।ওর ইচ্ছে বৈজ্ঞানিক হওয়ার ,কিন্তু এই গন্ডগ্রামে থেকে কি আর তা সম্ভব ! বাবা নেই ,দাদা ক্লাস ফোর অবধি পড়েছে ।এখন মেলায় ,বাজারে ঘুগনি বিক্রি করে সংসার চালায় ।মা কাঁথাস্টিচের কাজ করে ।আরও চারটে বোন আছে...ছোট ছোট ।ওর মায়ের কাছ থেকে ওকে চেয়ে নিয়েছিলেন মাধবী ।কলকাতায় স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন ।ওর পড়াশোনা তিনি নিজেই দেখেন ।এবছর নব্বই শতাংশ নম্বর নিয়ে মাধ্যমিক পাশ করেছে বনলতা ।অঙ্ক ,ফিজিকাল সায়েন্স ,লাইফ সায়েন্স তিনটেতেই পঁচানব্বইয়ের ওপর নম্বর ।বিজ্ঞান নিয়ে পড়ছে এখন ।গানের স্কুলেও ভর্তি করে দিয়েছেন ওকে ।

"আজ কি গান শিখলি রে মা ?"

"শুনবে ? " সুরেলা কণ্ঠে গেয়ে উঠল বনলতা ...

"এই দেশ ধনধান্যে শিক্ষায় জ্ঞানে মান্যে
রবে আনন্দের গানে গানে সুরে
সেদিন আর কত দূরে ?"

শর্মিষ্ঠা দত্ত
বাংলা সাহিত্যে স্নাতক ও রবীন্দ্রসঙ্গীতে স্নাতকোত্তর ।কলকাতায় জন্ম ও পড়াশোনা । বিবাহোত্তর জীবনে আসানসোলের বাসিন্দা । গল্প , কবিতা , অনুগল্প ,অনুবাদ , প্রবন্ধ এবং ভ্রমণকাহিনী নিয়মিত প্রকাশিত হয় বিভিন্ন ছোটপত্রিকা (little magazine) এবং ব্লগে ।২০১৮ সালে সারাভারত লহমা অনুগল্প প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কার প্রাপক । এছাড়াও আরো কিছু স্বীকৃতি রয়েছে । নিজস্ব কবিতা সংকলন ' হেমন্তের ঘ্রাণ ' ছাড়াও অন্যান্য কবি ও লেখকদের সঙ্গে কয়েকটি সংকলন ইতিমধ্যে প্রকাশিত ।

এক টুকরো প্রকৃতি

দেবার্ঘ্য চক্রবর্তী

গতকালের দিনটা ভালো কাটেনি রাজের...সুমিত্রা আর ওর কথা বুঝলো না... চলে গেল... এখন হয়তো রাজের নাম সুমিত্রার কললিস্টের থেকে ব্লক লিস্টে বেশি মানায়....

এসব কথা ভাবতে ভাবতে বাইক চড়ে গ্রামের পথে ছুটে চলেছে রাজ... বসন্ত প্রায় শেষ এখন..গরমের রোদ বেশ জানানা দিচ্ছে তার উপস্থিতি... একের পর এক ক্ষেত পেরিয়ে এগিয়ে চলেছে ও। কিছুদূর গ্রামের আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে যাবার পর..সামনেই পড়ল একটা মাঠ মতন জায়গা..পাশেই একটা ছোটো পুকুর..আর তারপাশে পুকুর পারে..একটা রাধাচূড়া আর কৃষ্ণচূড়া একসাথে জড়িয়ে উঠেছে... হলুদ আর লাল কমলা ফুলে ভরে গেছে গাছ দুটো..ঠিক মনে হচ্ছে গায়ে হলুদের সময় নতুন বউ হলুদ লাল পার শাড়ি পড়ে দাড়িয়ে আছে...

Bike থেকে নেমে গিয়ে রাজ এগিয়ে গেল... আঁকার খাতা আর স্কেচ পেন্সিল তার সাথে সব সময় থাকে....খুব আঁকতে ইচ্ছা করছে। গাছের তলায় বসে পেন্সিল হাতে আঁকতে শুরু করলো... একটা মেয়ের বিয়ে হচ্ছে এই রকম দুটো গাছের তলায়... চারপাশে কটা মাত্র লোক.. আর প্রকৃতি শান্ত চিত্তে সেই অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করছে।বেশ কিছুক্ষণ ধরে মন দিয়ে ছবিটা আঁকার পর রাজ ছবিটা ভালো করে মেলে ধরল... মেয়ে টার মুখটার সাথে সুমিত্রার চাহুনি যেন মিলে যাচ্ছে.. ঠিক যেন ওর মতন... ছবি টার দিকে মন দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো রাজ... দমকা বাতাসে একটা কৃষ্ণচূড়া ফুলের পাপড়ি এসে পড়ল তার ছবির ওপর...সেটা হাত দিয়ে তুলে নিয়ে রাজ সেটা মেয়েটার ঠিক সিথির মাঝে রেখে দিল... সাক্ষী থাকল কেবলমাত্র একটুকরো প্রকৃতি.....

দেবার্ঘ্য, প্রাণে কলকাতার ছেলে ,পাড়ি দিয়েছি দূর বিলেতে। কিন্তু " বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি" সবসময় ফিসফিস করে কানের পাশে। তাই প্রকাশমাধ্যম হিসাবে বেছে নিয়েছি "স্বাধীন কলম"। বর্তমানে লন্ডনে ডাক্তারি প্রথম বর্ষের ছাত্র ।।

A RAY of Light - গপ্পো সপ্পো

তীর্থ দাশগুপ্ত

রাস্পবেরি মাফিন

পুজো শেষ হয়েছে এক সপ্তাহ | কলকাতা শহরটা তখন ও ধকল কাটিয়ে উঠতে পারেনি | প্যান্ডেল খোলা শুরু হয়েছে বড় পুজোগুলোর | ঢাকিরা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরছে কিছু বকশিস নিয়ে গ্রামে ফিরবে | বাঙালি এখনো তার দৈনন্দিনতায় ফেরেনি | এরকম একটা সময়ে হালকা রোদ মাখা দুপুরে গা ভিজিয়ে পার্ক স্ট্রিটের অক্সফোর্ড বুকশপের দোতলায় অনির্বানের সাথে দেখা করলাম | গত চার পাঁচ মাস ধরে মাসে অন্ততদুটো শনিবারের বিকেল বরাদ্দ এই অক্সফোর্ড বুকশপের দোতলা | দুবছর আগের কথা এটা |

একটা শর্ট ফিল্মের স্ক্রিপ্ট নিয়ে দু-তিন মাস ধরে লড়ছি পুরোনো কলকাতার এক পড়তি বনেদি বাড়ির গল্প নিয়ে | কিন্তু কিছুতেই বাগে আনতে পারছিলাম না | এবার একটা এস্পার-ওস্পার করতে হবে | কেননা হাতে সময় নেই আর বিশেষ | পুজোর আগে ক্লায়েন্ট-ইন্টারভিউ হয়েছে | কথা-বার্তা মোটামোটি পাকা | এডিনবরা যাওয়া এক প্রকার নিশ্চিত | কথা চলছে | দু রাউন্ড চা, দু প্লেট রাস্পবেরি মাফিন, এক প্লেট ফিশ এন্ড চিপস, দুটো চিকেন প্যাটিস - অনির্বানের সঙ্গে থাকলে খাওয়া-দাওয়ার কমতি থাকে না | আয়েশ করে মাফিন টা খেতে খেতে অনির্বান আবার জিজ্ঞেস করলো - ' কি করবে তাহলে বল?'

- 'এটা নিয়ে আর লড়া যাবে না '

- ' তাহলে ?'

- 'ভাব, ভাবা প্রাকটিস করো '

- ' একটা শর্ট ডকুমেন্টারী করলে কেমন হয় '?

এইবার নড়ে চড়ে বসলো অনির্বান | অবধারিত পরের প্রশ্ন - কি করা যাবে ? বেশ কয়েকটা ইন্টারেষ্টিং সাবজেক্ট নিয়ে আলোচনা চললো আবার | কিন্তু একটা জায়গায় গিয়ে আটকে যাচ্ছিলাম - সময় | তখন হটাৎ ই মাথায় এলো - অনির্বান তো নিমাই ঘোষের ছাত্র - ওনাকে নিয়ে কিছু করা যায় কি ? ফোটোগ্রাফি আর সত্যজিৎ রায় - দুটোই আমাদের দুজনের অন্যতম প্রিয় বিষয় | নিজেদের চর্চা ও আছে | বলা মাত্রই লাফিয়ে উঠলো অনির্বান - 'why not ? আরে তাইতো - সাবজেক্ট তো আমাদের চোখের সামনে আছেন | চলো লেগে পড়া যাক |'

/কাট

ভবানীপুর

আমার স্কুল ছিল বালিগঞ্জ সরকারি বিদ্যালয় - সত্যজিৎ রায় যার কথা 'আমার ছোটবেলা' তে বিস্তারিত লিখে গেছেন | ভবানীপুরের উপর দিয়ে তাই এক সময় বহু যাতায়াত ছিল | ভবানীপুর এলাকায় ঢুকে মনে হলো অনেকদিন আগের প্রায় ভুলে যাওয়া স্কুলের বন্ধুর সাথে হটাৎ দেখা - অনেক বদল হলেও আদল টা ঠিকই বোঝা যায় | পূর্ণ সিনেমা ভবানীপুরের অন্যতম বিখ্যাত ল্যান্ডমার্ক - স্কুল-কলেজ জীবনে বেশ কিছু সিনেমা দেখেছি এখানে | পথের পাঁচালি নাকি এখানেই মুক্তি পেয়েছিলো | এখন বন্ধ - কলকাতার বেশির ভাগ সিনেমা হলের মতো | জরাজীর্ণ | সামনের সিঁড়িতে ভিখারি আর মাতাল | পূর্ণ সিনেমার সিগন্যাল থেকেই বাঁ দিকে ঢুকে কিছুটা এগিয়ে ডানদিকে একটা সরু গলি | ওই গলির কলকাতা খুব একটা একটা বদলায় নি | একটা নীলের উপর সাদা দিয়ে লেখা নেমপ্লেট - নিমাই ঘোষ | তিনতলা পৈতৃক বাড়ি | একতলায় সস্ত্রীক থাকেন উনি | ঢুকেই দশ -বাই-দশ ঘর | দরজা খুললেই চোখে পড়বে দেয়ালে টাঙানো একটা বিশাল ফ্রেম - সত্যজিৎ রায় একটা ছবির ফ্রেম ঠিক করছেন ক্যামেরার দিকে পেছন ফিরে | আর দুদিক থেকে আলো এসে পড়ে দুটো সিলুয়েট তৈরী করেছে | আইকনিক ছবি | নিমাই ঘোষের যাবতীয় ছবির নেগেটিভ, ক্যামেরা, লেন্স, প্রকাশিত বই সবই জায়গা পেয়েছে এই ঘরে | প্রকৃত অর্থেই এই ঘর ঐতিহাসিক - নিমাই ঘোষের জীবনে | ষাটের দশকে এই ঘরেই আড্ডা বসত | আসতেন তদানীন্তন নাট্য ও চলচ্চিত্র জগতের অনেক কলাকুশলীরা | সেইসময় ফোটোগ্রাফি নিয়ে বিন্দুমাত্র জ্ঞান ছিল না নিমাই ঘোষের | উনি তখন চুটিয়ে নাটক করছেন রবি ঘোষের সঙ্গে | রবি ঘোষ তখন নতুন দল খুলেছেন উৎপল দত্তের লিটল থিয়েটার ছেড়ে | এইরকম এক আড্ডায় হটাৎ এক বন্ধু একটি ক্যামেরা নিয়ে হাজির | যে ট্যাক্সি তে ছিলেন, সেখানে কেউ একটা ক্যামেরা ফেলে গেছে | ড্রাইভার কে কিছু টাকা দিয়ে ক্যামেরা নিয়ে সটান হাজির আড্ডা তে | নিমাই ঘোষ কিছু টাকা পেতেন ওই বন্ধুটির কাছে | ওই বন্ধুটি তাকে বলেন সে ইচ্ছে করলে ওই টাকার বদলে এই ক্যামেরা টা নিতে পারেন | তখনকার দিনে ক্যামেরা এত সহজলভ্য ছিল না আজকের মতো | নিমাই ঘোষের কি মনে হলো, উনি বন্ধুর প্রস্তাবটি মেনে নিলেন | উনি তখন জানতেন না ট্যাক্সি তে ফেলে যাওয়া হটাৎ করে পাওয়া ওই ক্যামেরা ওনার জীবন কি করে বদলে দেবে | এইভাবেই সামান্য কোনো ঘটনা থেকে ইতিহাসের সৃষ্টি হয় | ব্যক্তি জীবনে অথবা সমষ্টি জীবনে | ইতিহাসের মুহূর্ত ও বলা যেতে পারে | মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম | মনে আর কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই | যেন ওই ঐতিহাসিক মুহূর্তের স্মৃতিচারণায় আমাদের জন্যেও এক সিনেমার মুহূর্ত, যা সিনেমাটিকে মোমেন্ট হিসেবে প্রশিদ্ধ , তাই তৈরী হলো | এক নাগাড়ে সেদিন অনেক কথা বলে গেছিলেন নিমাই ঘোষ | কোনো এক মুছে যাওয়া সময়ের গল্প, যেখানে মানিক দা চারমিনার মুখে তরুণ সৌমিত্র কে নির্দেশ দেন - শর্মিলা ঠাকুর কিছুতেই বুঝতে পারেন না, নিমাই ঘোষ কেন প্রফেশনাল ফোটোগ্রাফি করেন না ? - তরুণ ভাদুড়ী জানতে চান নিমাই ঘোষ কি তার মেয়ে জয়া ভাদুড়ির জন্যে একটা ফটো শুট করে দিতে পারবে ? - এক অন্য শহর, অন্য জীবন | আমাদের প্রস্তাব ওনার মনে ধরেছে | শুধু রাজি-ই নন, বেশ

উৎসাহিত | আশি বছর পার করে যাওয়া যুবক টি এখনো সৃজনশীল কোনো কাজের সাথে যুক্ত হতে এক পায়ে খাড়া | তার ধৈর্য, উৎসাহ, নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষণীয় যেটা আমরা প্রত্যক্ষ করবো শুটিংয়ের সময় |

একেই বলে শুটিং

নিমাই ঘোষের ছোট্ট বৈঠক খানাটি সরগরম সকাল থেকেই | আমাদের সিনেমাটোগ্রাফার স্যাম, মানে সাম্যময় দেবনাথ, সহকারী লায়াশ্রী, ঋষিকা, শব্দগ্রাহক জাভেদ, লাইটম্যান দুজন, আমি আর অনির্বান তো আছিই | আর স্বয়ং নিমাই ঘোষ সাদা পায়জামা - পাঞ্জাবি পড়ে নিজের চেয়ারে বসে সব দেখছেন | একটা মৃদু হাসি লেগে আছে মুখে | ওনাকে নিয়ে অবশ্য তথ্যচিত্র আগেও হয়েছে | এক বিদেশী করেছেন | দূরদর্শন থেকেও কাজ হয়েছে | প্রথম দিকে উনি একটু আরষ্ট ছিলেন | আগের দিন যেরকম খোলামেলা ভাবটা ছিল সেটা অনুপস্থিত | তার জন্যে অবশ্যই দায়ী আমাদের এতো কর্মকান্ড | তাই প্রথম দিনের সকাল বেলাটা মূলত ট্রায়াল শটের উপর দিয়েই গেলো | ওনার ঘরের মধ্যেই হচ্ছিলো শুটিং | দুপুরের শটগুলো মোটামোটি ভালোই দিলেন | আস্তে আস্তে সাবলীল হচ্ছিলেন ক্যামেরার সাথে | অনির্বান ওনার ঘরটাকেই আমাদের সেট বানিয়ে দিয়েছিলো যাতে একেবারে ফোটোগ্রাফারের ঘর লাগে | প্রথম দিন খুব বেশি এগোতে পারলাম না | কিন্তু নিজেদের ভুল ভ্রান্তি গুলো ধরা গেলো | পরের দিন একদম সকাল সকাল সবাই হাজির | শীতের সকাল | গরম কচুরি, জিলিপি, চা সহযোগে ব্রেকফাস্ট | তারপরে ঝাঁপিয়ে পড়া হলো কাজে | সেদিন অনেক টা কাজ হলো | প্রায় রাত আটটা পর্যন্ত | আমরা মোটামোটি একটা রাফ স্ক্রিপ্ট বানিয়েছিলাম | পুরো ইন্টারভিউ টা কয়েকটা থিমে ভাগ করা ছিল | সেই অনুযায়ী হচ্ছিলো | থিম অনুযায়ী ওনার ড্রেস এবং লাইট বদলানো হচ্ছিলো | প্রথম উইকেন্ড এর কাজ হার্ডডিস্ক বন্দি করে নিয়ে পরের সপ্তাহ টা আমি আর অনির্বান যে যার বাড়িতে বসে দেখলাম আর ঠিক করলাম কি কি আবার শুট করতে হবে অথবা পরের উইকেন্ড- এ কি শুট করা হবে | আমাদের নব্বই শতাংশ শুটিং হয়েছিল জানুয়ারী মাসের উইকেন্ড গুলো তে | দুটো দিন সপ্তাহের মধ্যে আর কিছু শট পরে অনির্বান শুট করেছিল নিমাই ঘোষ কে ছাড়া |

পরের সপ্তাহের শুটিং নিয়ে আমরা প্রত্যেকেই বেশ উত্তেজিত | আমরা নিমাই ঘোষ কে নিয়ে যাবো আরেক বিখ্যাত সিনেমাটোগ্রাফার সৌমেন্দু রায়ের বাড়ি | উনি নিমাই ঘোষের থেকে বছর দুয়েক বড় বয়সে | কিন্তু তুলনায় অনেকটাই স্থবির হয়ে পড়েছেন | বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে এক বহুতলের আট তলায় ওনার ফ্ল্যাট | ছিমছাম ফ্ল্যাট | উনি একাই থাকেন | দেখভাল করার জন্যে এক কর্মচারী আছেন | আমাদের ক্যামেরা টীম তো আপ্লুত ওনার সাথে আলাপ করে | বাইরের ঘরের দেয়ালে রবিশঙ্কর আর সত্যজিৎ রায়ের একসাথে একটা ফ্রেম-এ বন্দি | অজস্র ছবি , পুরস্কার আর বইয়ের ছড়াছড়ি | জীবন্ত ইতিহাস দর্শন হচ্ছিল | আর দুই বৃদ্ধ তাদের সোনালী অতীতের স্মৃতিচারণায় ডুবে গেছিলেন | ওদের কথা-বার্তায় ক্রমশ মানিক'দার ছায়া দীর্ঘ হচ্ছিল ঘরের মধ্যে | সৌমেন্দু রায়ের স্পষ্ট মনে আছে - নিমাই ঘোষ যেদিন প্রথম NTR ষ্টুডিও তে হাজির হন গুগাবাবার সেট এ | আউটডোর-এর ছবিগুলো দেখে মানিক দা বলে উঠেছিলেন - 'আপনি তো মশাই আমার

এঙ্গেল মেরে দিয়েছেন | তারপর পিঠে একটা ছোট্ট টোকা দিয়ে সেট - এ ঢুকিয়ে দিয়ে বলেছিলেন -' যান যান, লেগে পড়ুন' | সৌমেন্দু রায়ের ভাষায় - ' বাকি টা তো ইতিহাস '| আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা সৌমেন্দু রায়ের কথাবার্তা প্রায় রাখতেই পারিনি ছবিতে | ওনার কথাবার্তা এতো ধীর, মৃদু আর জড়ানো ছিল যে পর্দায় ফেললে কিছু বোঝাই যাচ্ছিলো না |

সৌমেন্দু রায়ের বাড়ি গেছিলাম বিকেলের দিকে | সেদিনই সকালের দিকে লটবহর নিয়ে গেছিলাম হ্যারিংটন আর্ট গ্যালারিতে | এখানে নিমাই ঘোষের ছবির বহু প্রদর্শনী হয়েছে | হয়েছে অনির্বানের তোলা ছবির ও প্রদর্শনী | তাই ওরা সানন্দে অনুমতি দিয়েছিল | মধ্য কলকাতায় মার্কিন কন্সুলেটের উল্টো দিকের এই বাড়িটিতে যারাই গেছেন তারাই জানেন পুরোনো দিনের সাহেবি কেতার বাড়ি যেকটি অবশিষ্ট রয়েছে কলকাতায় এটি তার মধ্যে অন্যতম | কাঠের ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে উঠে L আকারের প্রদর্শনী কক্ষ | ভেতরে আরো একটি ঘর আছে | আর তার বাইরে প্রশস্ত বারান্দা | সেখানে সোফা টেবিল পাতা | নিমাই ঘোষ কে সেখানে বসিয়েই কথা বলানো হল |

পরের দিনের শুট ছিল আউটডোর | নিমাই ঘোষ সকালের দিকে ভিক্টোরিয়া তে হাঁটতে যান | তারপর এসে এলগিন রোডের মোড়ে বলবন্ত সিংয়ের ধাবায় বসে চা খান | ওনার গাড়ি থাকে সঙ্গে | এটাই ওনার সকালের রুটিন | ওনার এই সকাল টা ধরাই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য | কিন্তু ভিক্টোরিয়া তে শুটিং করতে অনেক টা সময় চলে গেল | তাই ধাবার শুটিং পরের উইকেন্ডে হবে বলে স্থির হল | আমরা সকালের নরম আলোয় ধাবার ব্যস্ততা, চা তৈরী এসব ধরতে চেয়েছিলাম | কিন্তু সেটাই কাল হল | স্যাম আর ওর টীম কলেজের কাজে আটকে গেল | এদিকে আমাদের হাতে অতিরিক্ত দিন আর নেই | কেননা আমার দেশত্যাগের দিন নির্ধারিত হয়ে গেছে | কি করা যায় ? অনির্বান বললো ও ছবি তুলতে পারবে | তাছাড়া জাভেদ তো আছেই | জাভেদের ও ক্যামেরার অভিজ্ঞতা আছে | পরের উইকেন্ডে দুরুদুরু বুকে হাজির হলাম এলগিন রোডের গুরুদ্বার সংলগ্ন বলবন্ত সিং এর ধাবায় |

বলবন্ত সিঙের ধাবা ভোর রাত পর্যন্ত খোলা থাকে | বহুবার রাতে চা খেতে গেছি, বা পাব ফেরত খেতে গেছি মধ্যরাতে | এই ধাবা বহু পুরানো এবং ঐতিহাসিক | পরাধীন বাংলার বিপ্লবী থেকে সত্তর দশকের আগুনখেকো বিপলবীরা অনেকেই এসেছেন | এসেছেন বলিউড, টলিউড- এর মায়ার জগতের অনেক লোকজন | বলছিলেন বলবন্ত সিঙের পুত্র লাকবিন্দার সিং | নিমাই ঘোষ আসছেন প্রায় ত্রিশ বছর ধরে | নিমাই ঘোষের ভাষায় -" ভালো লাগে এখানে আসতে | লোকজনের সাথে কথা বলতে| মানিকদা চলে যাবার পর এখানে এলে একটা অক্সিজেন পাই |" কিন্তু বলবন্ত সিংয়ের ধাবায় শুটিং করার অভিজ্ঞতা দুঃস্বপ্নের মতো | লাকবিন্দার সিং নিজের ধাবার কর্মচারীদের লাগিয়ে দিয়েছেন জনতা সামলাতে | তাও সামলানো

যাচ্ছিলো না | শটের মাঝে ঢুকে পড়ছিল | কোনো রকমে শটগুলো নেওয়া হল | সবচেয়ে ইন্টারেষ্টিং শট ছিল চা বানানোর শট | সেটা দোকানের ভেতরে ঢুকে নেওয়া হয়েছিল, তাই মনমতো ফ্রেম পাওয়া গেছিল | লাকবিন্দার সিং এসেছিলেন আমাদের প্রথম স্ক্রীনিং এ | Alliance Francaise - এ হওয়া ওই শোএর মাঝপথে দেখি গুটি গুটি উঠে চলে যাচ্ছেন | আসলে ধাবার অংশ টা ছিল ছবির শেষের দিকে | ওনাকে আটকাতে বললেন ওনার দোকানে নাকি অনেক ভীড় হচ্ছে, ফিরতে হবে | আমি ওনাকে আশস্ত করতে বললাম কিন্তু এখনই তো ধাবার অংশ টা দেখাবে, আর আপনি চলে যাবেন | সর্দারজি সেটা শুনে একটু শান্ত হলেন বোধয় | বললেন ঠিক আছে দেখি ধাবায় ফোন করে | শেষ পর্যন্ত ছিলেন এবং খুব খুশি হয়েছিলেন |

এডিনবরা যাওয়ার আগে শেষ সপ্তাহ | প্রচণ্ড ব্যস্ত আমি | অনির্বান ফোন করে বললো, বাবু' দা, মানে সন্দীপ রায় টাইম দিয়েছেন কালকে রাত আট টায় | হাতে চাঁদ পাওয়ার মতো | আমি ভাবিনি আমি যাবার আগেই ওনার টাইম পাব | পরের দিন ঠিক সময় মতো সেই বাড়িটার সামনে হাজির হলাম | বিশপ লেফ্রয় রোডের বিখ্যাত সাদা বাড়ি | আমাদের সাথে জাভেদ ও ছিল | সেও রীতিমতো উত্তেজিত | ভেতরে ঢুকে সিঁড়ির পাশে একটা একটু পুরোনো আমলের লিফ্ট দেখলাম | রায়েদের বাড়ি তিন তলায় | অনির্বান বললো, লিফ্ট টা নাকি পশ্চিম বঙ্গ সরকার করে দিয়েছিল ওনার প্রথমবার হার্ট অপারেশন হবার পর | কাঠের চওড়া সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় উঠে বেল দিতে নিজেই দরজা খুলে দিলেন ফটিকচাঁদের পরিচালক | শুনেছি রায়সাহেব নিজেও তাই করতেন অতিথি এলে | বংশ-পরম্পরা আজ ও বহমান | দরজা দিয়ে ঢুকেই একটা চওড়া বারান্দা, তার একপাশে সব ঘর | সুকুমার রায়ের একটা বিরাট ফ্রেম বাঁধানো ছবি | অনেক দিন আগে কাগজে দেখা একটা ছবির কথা মনে পড়ল | সত্যজিৎ চলে যাওয়ার দিন, পরিবারের মহিলারা এই বারান্দা দিয়ে নীচে দেখছেন | সন্দীপ জায়া লোলিতা দেবীর কোলে ছোট্ট সৌরদীপ, যে আজ বাবার শুটিং ইউনিট-এর স্থির চিত্রগ্রাহক | এই বারান্দা তেই এক সময় হয়তো মুখে পাইপ দিয়ে সেই দীর্ঘ দেহি মানুষটি পায়চারি করতেন | ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল | সত্যজিতের ঘর বন্ধই থাকে সাধারণ জনতার জন্যে | পরে যখন সন্দীপ কে আমাদের কলকাতা প্রিমিয়ারের জন্যে আমন্ত্রণ জানাতে গেছিলাম দোসরা মে, তখন ভেতরের ঘরে ঢুকে ওই বন্ধ দরজা দেখেছিলাম | সন্দীপ রায়ের বাইরের ঘরে বসেই শুটিং হল | মাঝখানে লোলিতা রায় উঁকি দিলেন একবার | তারপর চা ও টা এলো | নিমাই ঘোষ বলেছেন যে উনি মানিক দার ঘরে গেলে, বিজয়া রায় উঁকি দিতেন | তারপর চা ও টা চলে আসত | সেই ঐতিহ্য আজও বর্তমান | খুব ভালো কথা বলেন সন্দীপ রায় | উচ্চারণ ও দারুন | কণ্ঠস্বর ও অসাধারণ | শুটিং ছাড়াও অনেক্ষন আড্ডা হল | একটা রোমাঞ্চকর সন্ধের অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এলাম | আমাদের কলকাতা প্রিমিয়ারে আসতে পারেননি উনি | এই কিছুদিন আগে অনির্বান ওনাকে বাড়িতে গিয়ে দেখিয়ে এসেছে A RAY Of Light | শুটিং শেষ করে, বা আগেকার দিনের ভাষায় 'ক্যানবন্দি 'করে আমি চলে এলাম এডিনবরা | এর পর অবশ্য অনির্বান কে বেশ কিছু শুটিং করতে হয়েছিল স্ক্রিপ্ট এর জন্যে | ওর স্টিল ফটোগ্রাফির অভিগ্যতা কাজে লাগিয়ে বেশ ভালোই সিনেমাটোগ্রাফি করেছে - বিশেষত অউটডোরের কিছু দৃশ্য |

বিগ বি

আমি তখন এডিনবরায় | হটাৎ দেখি অনির্বানের ফোন | সাধারণত খুব জরুরি কিছু না হলে ফোন করে না | আমরা সন্ধ্যে বেলায় স্কাইপে চ্যাট করি ফিল্ম সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে | আমি ফোন টা ধরতেই বললো, তোমাকে একটা মেইল করেছি এখনই দেখো | আমি ফোন ধরে আছি | মেইল টা পড়ে আমি স্তম্ভিত | এতো ম্যাজিক | চার্লস ওএকমানের ম্যাজিক - সত্যজিৎ এর গল্পের সেই জাদুকরের বইয়ের ম্যাজিক যেন | অনির্বান কিছুদিন আগে দুম করেই একটা মেইল করে দিয়েছিল বিগ বি অর্থাৎ অমিতাভ বচ্চন কে - আমাদের ফিল্মের ন্যারেশন - এর জন্যে | ওনার অফিসএর লেটার হেডে মেইল টা এসেছে অনির্বানের কাছে | উনি সম্মতি দিয়েছেন এবং এও জানিয়েছেন স্ক্রিপ্ট টা পাঠাতে | উনি যশরাজ স্টুডিওতে ন্যারেশন রেকর্ড করতে চান | উল্টোদিকে ফোনে অনির্বান হাসছে - কি কেমন ম্যাজিক দেখলে ? জয়া বচ্চনের সূত্রে অমিতাভের সাথে নিমাই ঘোষের পরে ভালোই আলাপ হয়েছিল | এটা সেই মিলি, গুড্ডির সময়কাল | জয়া তখন ষ্টার | অমিতাভ তখন ও 'ভিজয়' হন নি | অমিতাভ এবং তেজি বচ্চন কলকাতায় এসে গ্রান্ড হোটেলে উঠেছিলেন | জয়া ভাদুড়ী সপরিবারে ছিলেন | নিমাই ঘোষ সেই সময় গ্র্যান্ডে গেছিলেন ওদের ছবি তুলতে | পরবর্তীকালে অমিতাভ বচ্চনের শুটিং ভ্যানে করে বোম্বায়ের শুটিং ষ্টুডিও গুলো তে ঘুরেছেন, ছবি তুলেছেন | এমনকি নিমাই ঘোষের কলকাতার উপর ছবির বই টা তে মুখবন্ধ লিখে দিয়েছিলেন | তবু ও আমাদের মতো নাম না জানা প্রথম ছবি করিয়েদের সাথে কাজ করতে উনি রাজি হয়েছেন |

যে ফিল্ম টা আমরা ভেবেছিলাম একটা হাত-পাকানোর মতো কাজ করবো, শর্ট ডকুমেন্টারী বানাবো সেটার স্কোপ টা পুরো বদলে গেল এক লহমায় | নাওয়া-খাওয়া ভুলে লেগে পড়লাম | এতদিনের কিছুটা গা-ছাড়া ভাব নিমেষে উধাও | সপ্তাহের পাঁচ টা দিন আমি অফিস থেকে ফিরে অনির্বানের সাথে স্কাইপ করে ঘন্টা তিনেক কাজ করতাম | আর ছুঠির দিনে প্রায় সাত/আট ঘন্টা | প্রায় চার ঘন্টার ফুটেজ খুঁটিয়ে দেখা, নিমাই ঘোষের তোলা ছবি দেখা, ফ্লো তৈরী করা, ন্যারেশন -এর স্ক্রিপ্ট, কাজ কিছু কম ছিল না | এইভাবে এক মাসের চেষ্টায় মোটামোটি স্ক্রিপ্ট টা তৈরি হল | স্ক্রিপ্ট টা ABCL লিমিটেডের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়ে শুরু হল অপেক্ষার পালা | আমি তখন মানসিক ভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছি শর্ট নোটিশ এ ইন্ডিয়া আসার | এপ্রিল এর মাঝামাঝি পাঠিয়েছিলাম | এপ্রিল গেল, মে গেল, জুন মাস ও যখন চলে গেল, কোনো উত্তর এলো না, আমরা একটু দমে গেলাম | ভাবলাম উনি হয়তো ব্যস্ত | আরো একটু দেখা যাক | তবে একটা চিঠি পাঠানো হল | আবার অপেক্ষা | আবার দুটো মাস কাটলো | এদিকে নিমাই ঘোষ একটু ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন | ওনার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না | হাসপাতালে ও ঘুরে আসলেন | আমরাও বুঝতে পারছিনা কি করব ! ন্যারেশন না হলে ছবির কাজ এগোচ্ছে না | ন্যারেশানের উপর নির্ভর করেই এডিটিং টা হবে | সবকিছু আটকে আছে | আবার একটা চিঠি দিলাম | আবার সেই নীরবতা | ক্রমশ আমরাও হতোদ্যম হয়ে পড়ছি | এইভাবে পুজো এসে গেল | A RAY of Light আটকে গেছে | এই সময় আমার স্ত্রী, সুদেষ্ণা ও আমাকে বলে তোমাদের আর অপেক্ষা করা উচিত

না | আমিও ভেবে দেখলাম | শেষপর্যন্ত অনির্বান কে বললাম, আর অপেক্ষা করা যাবে না | এবার একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে | আবার চিঠি গেল ABCL লিমিটেডে শ্রী অমিতাভ বচ্চনের ঠিকানায় | ক্ষমা চেয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে জানানো যে আমরা হয়তো এতটা ভাগ্যবান না ওনার সাথে কাজ করব | সিদ্ধান্ত টা কঠিন ছিল বটে কিন্তু তার পসিটিভ দিকটা হল এবার ফিল্মটা শেষ করা যাবে তাড়াতাড়ি | সঙ্গে সঙ্গেই পরের প্রশ্নটা এসে মাথায় টোকা মারল - তাহলে কে করবে ন্যারেশন ?

মার্ক মানসেল

অনেক তর্ক-বিতর্কের পর আমরা একমত হলাম কোনো ব্রিটিশ কে দিয়েই ভয়েস-ওভার করাবো|

একটা সাইট আছে - mandy.com , সেখানে সব ভয়েস ওভার আর্টিস্ট- এর স্যাম্পল রেকর্ডিং থাকে | আমাদের লক্ষ্য ছিল নিউট্রাল ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট | ভালো টোনালিটি আর একটু বয়স্ক, যার সাথে নিমাই ঘোষের বয়স ও বাচন ভঙ্গির একটা সামঞ্জস্য থাকে | তিন-চারজনকে শর্টলিস্ট করলাম | তারপর দুজন মিলে বারবার শুনে মার্ক মানসেল বলে এক ভদ্রলোকের গলা পছন্দ হল | ভদ্রলোক এডিনবরার ওয়েস্ট এন্ডের কাছে কোথাও একটা থাকেন |

ষ্টুডিও আগেই ঠিক করা হয়েছিল | সাউথ ব্রিজের কাছে অফ বিট ষ্টুডিও | আযান ম্যাককিনা |একটু বয়স্ক ভদ্রলোক | নিজের ফ্ল্যাটেই ষ্টুডিও | সটান চলে গেছিলাম আমাদের ফিল্মের রাফ কাট টা নিয়ে | ওনাকে দেখালাম | সত্যজিৎ রায় সম্মন্ধে জানালাম | সত্যজিতের জীবনীকার ও বিশিষ্ট সাংবাদিক, চিত্র সমালোচক অ্যান্ড্রু রবিনসন নিমাই ঘোষের সত্যজিৎ রায়ের উপর তোলা ছবি গুলো নিয়ে bfi -তে একটা লেখা লিখেছিলেন | ওটা আযান কে পড়ালাম | সেখানে বেশ কিছু ছবিও ছিল নিমাই ঘোষের তোলা | ওই লেখা টা আমাদের খুব কাজে লেগেছে পরবর্তীকালে নিমাই ঘোষ কে পরিচয় করানোর জন্যে | আযান শুধু রাজি হল না , আমাকে স্পেশাল ডিসকাউন্ট রেট দিলো | ও খুবই উৎসাহিত হয়েছিল ছবিটা নিয়ে |

মার্কের সাথে প্রথম দেখা করলাম গোর্গির কোস্টা ক্যাফেতে | মার্ক-এর আসল প্রফেশান অন্য | এখন অবসর নিয়েছেন | ভালোবেসে অভিনয় বা ভয়েস-ওভার করে | ওকেও আমাদের রাফ কাট টা দেখালাম | কনটেক্সট বললাম | মার্ক বললো ওর স্ত্রী টেগোরের কথা জানে | পরবর্তীকালে মার্ক সত্যজিৎ রায়ের সম্মন্ধে পড়াশুনা করে রীতিমতো উত্তেজিত যে ও এমন প্রতিভাবান ও বিখ্যাত লোকের কাজের সঙ্গে যুক্ত কোনো প্রজেক্টে কাজ করবে | অত্যন্ত পেশাদার মার্ক | আমাদের ন্যারেশন নিয়ে কিছু মূল্যবান টিপস ও দিয়েছেন | মার্ক তিনদিন আসে আমার বাড়িতে | অনির্বান স্কাইপে ছিল কলকাতা থেকে | প্রথম দিনের রিহার্সালের পর আমরা একটু হতাশ হয়ে পড়েছিলাম | ভাবছিলাম ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম কিনা | একদমই হচ্ছিল না | উনি আসলে বোধয় কনটেক্সট বুঝতেই পারছিলেন না | কিন্তু তিনদিনের রিহার্সালের শেষে উনি ওনার বাড়িতে রেকর্ড করে আমাদের যে ভার্সন টা পাঠালেন, সেটা শুনে আমরা চমকে গেছি | অপ্রত্যাশিত | অনবদ্য | একটা শনিবারে

ঠিক হল রেকর্ডিং হবে | দুঘন্টার স্লট ভাড়া করা হল অফ বিট ষ্টুডিও তে | আযানের ষ্টুডিও খুবই আধুনিক | অনির্বান ও রিয়েল টাইম-এ শুনতে পারবে | তিনটে টেক নিলাম আমরা | যদিও পরবর্তীকালে প্রথমটারই নব্বই শতাংশ ব্যবহার করেছি | ভদ্রলোকের গলার টোনালিটি মাখনের মতো পুরো |

কিছুদিন আগে আযানের ষ্টুডিও তে গিয়ে সস্ত্রীক আযান আর মার্ক কে ফিল্ম টা দেখালাম | ওরা রীতিমতো উচ্ছাসিত দেখে | মার্ক ও তার স্ত্রী আমাকে আবার ডিনার খাওয়ালো | আযান বলেছে ও বিখ্যাত স্কটিশ পরিচালক মার্ক কাসিন কে A RAY Of Light পাঠাবে |

পিয়ানো

শুভজ্যোতি পাল, শুভ আমার সাথে কাজ করেছে আমাদের (অনির্বান নয়, আরেক বন্ধু) শর্ট ফিল্ম পেপার বয় তে | অসম্ভব ভালো সংগীত বোধ | অনেকগুলো বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারে, তাই কোন সুর টা কোন যন্ত্রে ভালো খুলবে সেটা দারুন ধরতে পারে | খুব মেলোডিয়াস সুর করে | আমাদের মতোই কর্পোরেট-এ কাজ করে | কিন্তু মিউজিক টা আসল প্রেম | ও প্রথমে গিটারে প্রাথমিক সুর করে পাঠাতো | আমরা আবার সেটা নিয়ে তিনজন আলোচনা করতাম | ও আবার বদলাতো | এইভাবে হচ্ছিল | কিন্তু শেষের দিকে সময় বাঁচাতে আর দ্রুত মিউজিক পর্‌ব শেষ করতে অনির্বান ওর বাড়ি চলে যেত |

মিউজিক নিয়ে আমরা ঠিক করেছিলাম যে, আমরা মিউজিক্যাল ডকুমেন্টারী বানাবো না | অর্থাৎ এখানে আবহ টা থাকবে খুব সীমিত মাত্রায়, অথচ যেখানে থাকবে সেখানে অসম্ভব গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করবে ছবিটার অর্থ বোঝাতে | শুভর এখানে নিজেকে এক্সপ্রেস করার অবকাশ কম | চ্যালেঞ্জ টা ছিল ছবিটাকে আরো অর্থবহ করে তোলা | একটা অন্য মাত্রা দান করা |

রেকর্ডিংয়ের ডেট পেতে আমাদের খুব অসুবিধে হয়েছে | প্রাচ্য, পাশ্চাত্য দুধরণের সংগীত প্রয়োগ ছিল | পাশ্চাত্য সংগীত রেকর্ডিং প্ল্যান করতে গিয়েই গোল টা বাঁধল | অনির্বানের একদম পছন্দ নয় ইলেকট্রনিক পিয়ানো | ওর চাই কাঠের পিয়ানো | আমি আর শুভ অনেক বোঝাবার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়ে পিয়ানোওয়ালা খুঁজতে লাগলাম | শুভই বোধয় হদিশ দিলো রাজদীপের | রাজদীপের নিজের বাড়িতেই ছোট করে ব্যবস্থা আছে রেকর্ডিংয়ের | ওখানে গিয়ে আমাদের টাইটেল শুটের মিউজিক টা রেকর্ড হল | সেই কাঠের পিয়ানোর আওয়াজ শুনে অনির্বানের মুখে হাসি | আর আমাদের শান্তি অবশেষে মিউজিক পর্ব শেষ হল | যদিও পরে মিউজিক এর টিউনিং নিয়ে আমাদের ভুগতে হয়েছে অনভিজ্ঞতার দরুন | পরবর্তীকালে আমাদের ফিল্ম প্রিমিয়ার বা মিডিয়া ইন্টারভিউ সব জায়গাতে অনির্বান এই কাঠের পিয়ানোর ব্যাপারটা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করবেই |

এপ্রিল, ২০১৮

এক বছরের ও বেশি সময় লাগল A RAY of Light শেষ হতে | জ্যোতি স্বরূপ পান্ডা, হাসি-খুশি ঠান্ডা মাথার ছেলে | সত্যজিৎ রায় ফিল্ম এন্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট-এ এডিটিং নিয়ে পড়ছে | ওর ক্লাসের প্রজেক্ট সামলে আমাদের সাথে অক্লান্তভাবে কাজ করে গেছে | কোনোসময়ে না নেই | এবং এডিটিং বোর্ডে বেশ কিছু সমস্যা, যেটা আমাদের শুটিংয়ে অনভিজ্ঞতার জন্যে হয়েছিল টা দারুন ভাবে সামলেছে | একটা উদাহরণ দিই, এটা বেশ মজার - আমি যখন প্রথম রিভিউ করি আমিও ধরতে পারিনি | এতো লোকে দেখেছে ফিল্ম টা, তারাও ধরতে পারেনি | বলবন্ত সিং ধাবার যে দৃশ্যে নিমাই ঘোষ খাচ্ছেন সেখানে ক্লোস আপ শট ছিল কচুরি ভরা প্লেটের কিন্তু সেটাই পরের শটে যখন নিমাই ঘোষ খাচ্ছেন মুখের সামনে নিয়ে সেটা আসলে মিষ্টি, যেটা অন্য শট থেকে নেয়া |

অর্ঘ্যদা অর্থাৎ জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত সম্পাদক অর্ঘ্যকমল মিত্র ছিলেন আমাদের 'সিধু জ্যাঠা 'এই প্রজেক্টে | আমাদের প্রতিটা শট কে প্রশ্নের মুখে ফেলতেন তিনি - কেন এটা, এটা না থাকলে কি ফিল্মটা পরের শটে যাবে না | ভাবনার একদম মুলে টান দিতেন | কিছু কিছু এমন পরামর্শ দিয়েছেন, যে আমরা অবাক হয়ে দেখেছি যে দৃশ্যের অর্থই অন্য হয়ে গেছে | আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে ওনার পরামর্শ আমরা রাখতে পারিনি, সেরকম খুবই অল্প, হাতে গোনা কিছু | যেমন টাইটেল - যে বিভিন্ন ভিনটেজ ক্যামেরা দিয়ে যেটা করেছি, সেটা উনি ফিল্মের শেষে রাখতে বলেছিলেন | প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি ওই দুর্দান্ত ভিন্টেজ ক্যামেরা গুলো অনির্বানের | এই দুর্দান্ত আইডিয়া টাও ওর-ই | শেষের একমাস অনির্বান কে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে নিজের অফিস সামলে |

নেহেরু সেন্টার, লন্ডন

লন্ডন এ সেদিন সারাদিন যথেষ্ট গরম ছিল | আমি সকালের ফ্লাইটেই চলে এসেছি | আর অনির্বান এসেছে দুদিন আগে | আমাদের একটু দেরি হয়ে গেছিল | তাই বাস না নিয়ে ট্যাক্সি নিয়েছিলাম | আর সেটাই কাল হয়েছিল | এত্ত জ্যাম হবে কল্পনা করতে পারিনি | তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শুরু হয়ে গেল বৃষ্টি | অবস্থা এতটাই ভয়াবহ ছিল যে বেচারা আমার স্কুল ফ্রেন্ড সুমিত আর ওর স্ত্রী রুপুল মিল্টন কেইনস থেকে এসে পৌছাতে পারে শোএর শেষে | আমার ওদের সঙ্গে ওদের বাড়ি যাবার কথা ছিল টা নাহলে হয়তো গাড়ি ঘুরিয়ে বাড়ি ফিরে যেত |

খাঁটি বাঙালি সময়ে যখন গিয়ে পৌছালাম তখন লোকে আসতে শুরু করে দিয়েছে | অবশ্য প্রথমে একটু চা ও টা এর ব্যবস্থা ছিল তাই রক্ষে | অ্যান্ড্রু ছিল আমাদের বিশেষ অতিথি এবং প্যানেল ডিসকাসনের প্রধান বক্তা | অ্যান্ড্রু- এর সাথে আগেই ইমেইলে আলাপ ছিল | এই প্রথম সাক্ষাৎ হল | সস্ত্রীক এসেছেন | ওনার স্ত্রী ভারতীয় | অত্যন্ত অমায়িক লোক | উনি নিমাই ঘোষের ও বন্ধু | অনেক সাহায্য করছেন ব্রিটেনে আমাদের

ফিল্মের প্রচারে | আমাদের ফিল্মটা ওনার মনে ধরেছে | উনি দু-তিন বার ফিল্মটা দেখেছেন আগে | তাই আমাদের বলেছিলেন প্যানেল ডিসকাসনের শেষে চলে যাবেন | কিন্তু ফিল্ম টা শুরু হবার পর এতো মজে গেছিলেন যে পুরো ফিল্ম টা শেষ করে ওঠেন | নিজেই বললেন - ' অ্যামেজিং, আই থট আই উড গো আফটার টেন মিনিটস বাট দ্য ফিল্ম হুকড মি টিল দ্য এন্ড |' এটা একটা বড় পাওনা |

এসেছিলেন 'দ্য সিনেমা অফ সত্যজিৎ রে' তথ্যচিত্রের পরিচালক এডাম লো | ওনার সাথেও ইমেইলে আগেই পরিচয় ছিল | খুব হাসিখুশি আড্ডাবাজ লোক | উনি একটা প্রস্তাব দিয়েছেন আমাদের যে কলকাতায় ওনার এবং আমাদের তথ্যচিত্র টি এক সন্ধ্যায় দেখানো হোক | খুবই ভালো প্রস্তাব | দেখা যাক এবার শীত কালে কিছু করা যায় কিনা | ওনার আক্ষেপ যে ওনার ছবিটি সেভাবে দেখানো হয়নি ভারতে | তাই এইভাবে একটা অনুষ্ঠান করে যদি দেখানো যায় তাহলে সবাই দুটো তথ্যচিত্রই একসাথে দেখতে পায় |

নেহেরু সেন্টার-এর অনুষ্ঠানে ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনার বলেছিলেন আসবেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটি জরুরি কাজে আটকে পড়েন | তবে তাতে ব্যবস্থাপনার ত্রুটি হয়নি | আর ওদের অডিটোরিয়াম টা প্রায় পুরো ভোরে গেছিল | আশা করিনি এতো লোকে দেখতে আসবে বিশেষত আবহাওয়া আর রাস্তার দুর্ভোগে | সবাই বেশ উচ্ছসিত | অনেক প্রশ্ন নির্দেশক-প্রযোজকের উদ্দেশে | সাধ্যমতো উত্তর দিয়েছি আমরা | কিন্তু একটি গুরুতর অভিযোগ আমাদের কিছুটা আহত করেছিল | একজন বলছিলেন তিনি সাবটাইটেল পড়তে পারেননি কেননা তা এতো ছোট এবং ব্যাকগ্রাউন্ডে মিশে যাচ্ছিল | কিন্তু পরে বুঝেছি এটা টেকনিক্যাল সমস্যা নয় | এটা হয়েছে অডিটোরিয়ামের জন্যে যেটি চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর উপযুক্ত নয় | প্রজেকশন স্ক্রিন ছোট হওয়ার জন্যে যারা পেছনে ছিলেন তারা সাবটাইটেল পড়তে পারেন নি | সামনে যারা বসে ছিলেন তাদের কোনো অসুবিধে হয় নি |

স্কটিশ ইন্ডিয়ান আর্টস ফোরাম

সুমিত কোনারের সঙ্গে আমরা কয়েকজন মিলে যখন এডিনবরা উনিভার্সিটির ফিল্ম প্রজেকশন রুমে দু মাস ধরে বাংলা চলচ্ছিত্রের প্রদর্শনী করেছিলাম তখনি কথা উঠেছিল A RAY of Light দেখানোর | কিন্তু আমি সম্মতি দিইনি | আমার আশা ছিল এখানে একটু অন্যভাবে ফিল্মের প্রদর্শনীর | নেহেরু সেন্টার-এর প্রদর্শনী যখন ঠিক হল তখনই অনির্বান বলেছিলো, এডিনবরাতেও যদি কিছু করা যায় তাহলে ও এদেশে আসবে | এখানে প্রদর্শনী করতে হলে যে সাংগঠনিক ক্ষমতা আর চেনাজানা প্রয়োজন তা আমার একার পক্ষে সম্ভব ছিল না | সুমিত ই মুশকিল আসান করল | আমাকে বলল অভিজিৎ দা, মানে 'সাবাশে'র অভিজিৎ চক্রবর্তীর সাথে যোগাযোগ করতে | অভিজিৎ দা স্কটিশ ইন্ডিয়ান আর্টস ফোরামের সঙ্গে যুক্ত | ওরা স্কটল্যান্ডে ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারে কাজ করে | 'সাবাশে'র বার-বি-কিউ পার্টি তে অভিজিৎ দা কে ধরলাম | সব শুনে অভিজিৎদা বলল ভালো প্রস্তাব, আশাকরি স্কটিশ ইন্ডিয়ান আর্টস ফোরাম রাজি হবে |

আমি পুরো অনুষ্ঠানের একটা পরিকল্পনা করে ওদের পাঠালাম | অভিজিৎ দার পূর্ণ সমর্থন ছিল | ওরা রাজি হয়ে যায় | তাপর একদিন অভিজিৎ দার বাড়িতেই মিটিং বসে, স্কটিশ ইন্ডিয়ান আর্টস ফোরামের প্রেসিডেন্ট রাজনীশ সিং আসেন | আরো ছিলেন দীপক রুদ্র, আগেই এর সাথে আলাপ 'সাবাশে'র সূত্রে | পুরো অনুষ্ঠানের চূড়ান্ত পরিকল্পনা হয় | এর আগেই কোথায় অনুষ্ঠান হবে ঠিক হয়ে গেছিল | এবার ও সেই সুমিত কোনার | ও এডিনবরা ইউনিভার্সিটি তে গবেষণা করে | ওই কতৃপক্ষের সাথে কথা বলে অনুমুতি জোগাড় করে |এডিনবরা উনিভার্সিটির সেই প্রজেকশন রুম যেখানে আগে আমরা বাংলা ছবি দেখিয়েছি | লন্ডনের অনুষ্ঠান টায় যেমন নেহেরু সেন্টার দায়িত্ব নিয়েছিল এখানে পরিস্থিতিটা একটু অন্য | আমি স্কটিশ ইন্ডিয়ান আর্টস ফোরামের সঙ্গে মিলে পুরো অনুষ্ঠানটার আয়োজন করেছি | সুমিত আর অভিজিৎ দা প্রচুর সাহায্য করেছে |

অধ্যাপক, লেখক এবং ভারত-স্কটিশ সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন নিয়ে কাজ করা বাসবী দি, বাসবী ফ্রেসারের সাথে আমার আগেই আলাপ হয়েছিল এই বছরের গোড়ায় সরস্বতী পুজোতে | আমার পিসি আমাকে আগেই বলেছিলো এডিনবরায় গেলে এনার সাথে আলাপ করতে | আমার পিশে মশাই প্রখ্যাত ঐতিহাসিক, প্রয়াত বরুন দের সঙ্গে ঘনিষ্ট পরিচয় ছিল | আমি প্রথম থেকেই ভেবে রেখেছিলাম এডিনবরায় কোনো অনুষ্ঠান হলে বাসবী দি কেই অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করব | ওনাকে যখন প্রস্তাব দি উনি সানন্দের সাথে মত দেন | আমাদের ফিল্মটিও ওনার ভালো লেগেছিলো | আমি আগেই ওনাকে অনলাইন লিংক পাঠিয়েছিলাম | আমাদের অনুষ্ঠানটি তিন ভাগে বিভক্ত ছিল - প্রথমে প্যানেল ডিসকাসন, তারপর ফিল্ম প্রদর্শন আর শেষে প্রশ্ন-উত্তর | কলকাতা ও লন্ডনেও একই ভাবে করা হয়েছিল | কিন্তু সেখানে অনুষ্ঠানটি একটু অগোছালো হয়েছিল | এখানে বাসবী দি খুব সুন্দর ভাবে তিনটি ভাগ সঞ্চালনা করেন একদম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে | পুজোর পর ওনার সাথে বসে নির্ভেজাল আড্ডা আর পরবর্তী প্রজেক্টের বিষয় বস্তু নিয়ে কথা বলার ইচ্ছে | স্কটিশ ইন্ডিয়া হেরিটেজ নিয়ে কাজ করতে চাই | আর এই বিষয়ে ওনার থেকে যোগ্য লোক কেউ নেই |

অনুষ্ঠানের দিন আমি ছুঠি নিতে পারিনি | ইচ্ছে ছিল একটু তাড়াতাড়ি বেড়োনোর | কিন্তু বেড়োবার মুখেই বিপত্তি | সৌজন্যে আমাদের অতি পরিচিত ভারতীয় বিমান সংস্থা এয়ার ইন্ডিয়া | আমার স্ত্রী, সুদেষ্ণার পরের দিন লন্ডন আসার কথা | ঠিক আগের দিন মাহেন্দ্রক্ষণে তারা খবর দিলেন যে কলকাতা থেকে দিল্লির সংযোগকারী বিমানটি বাতিল হয়েছে | এর ফলে কি হতে পারে এবং কি করা হয়েছিল সে বিষয় বিস্তারিত বলে আর পাঠক কে বিরক্ত করব না | কিন্তু বক্তব্যের বিষয় এই যে, আমার মূল্যবান সময় নষ্ট হয়েছিল | আর ও কিছু কিনে নিয়ে যাবার কথা ছিল অনুষ্ঠানের সময় | মারফিস ল' - ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় ঠিক জিনিসটি পাওয়া যাবে না | আবার ফোন অভিজিৎ দা কে | এদিকে সময় হয়ে আসছে | এর থেকে চরম কেয়স আর বোধয় হয় না | আমরা যখন পৌছাই তখন অনেকেই এসে গেছেন | স্কটিশ ইন্ডিয়ান আর্ট ফোরামের লোকেরা ছিল তাই রক্ষে | লোকেরা ও চা ও টা-এ ব্যস্ত ছিল | একদম হাউসফুল ছিল | অনেকে দাঁড়িয়েও ছিল |

আমাদের তিনটি প্রদর্শনীর (কলকাতা, লন্ডন, এডিনবরা) মধ্যে এটাই শ্রেষ্ঠ | অনির্বান আর আমি দুজনেই একমত | এডিনবরা উনিভার্সিটির এই প্রজেকশন রুম এর পরিকাঠামো ভালো চলচ্চিত্র প্রদর্শনের একেবারে উপযুক্ত | শব্দ ও দৃশ্য প্রক্ষেপন অনবদ্য | এখানে কেউ সাবটাইটেল নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলেনি | আমি নিজে একেবারে পেছনে বসে দেখেছি, কোনো অসুবিধে হয় নি | আর শুভর আবহসংগীত এখানে আলাদা মাত্রা তৈরী করেছিল | আমরা এতো উন্নত পরিকাঠামোয় ফিল্মটা দেখিনি এখনো পর্যন্ত | তাই আমরা নিজেরাও চমকে উঠেছিলাম আবহ-সংগীত এবং অন্যান্য শব্দ সংযোজনা শুনে | এখানে ভারতীয় ডেপুটি কনস্যুলেট জেনারেল এসেছিলেন, মাননীয় ভট্টামিশ্র জী | এডিনবরার বন্ধুদের দেখতে পারলাম ছবিটি | অনেকে আসতে পারেনি বলে আফসোস করেছে | সবাই অকুণ্ঠ প্রশংসা করলেন | প্রাপ্তির কোটা ক্রমশ ভরে উঠছে | এতদিনের পরিশ্রম, উৎকণ্ঠা আর ভালোবাসার প্রতিদান |

আবার রাস্পবেরি মাফিন

চোখ বুজে গরম মাফিন টা আয়েশ করে খেতে খেতে অনির্বান বলল, এতদিনে বৃত্তটা পূর্ণ হল | দু বছর আগে এক অশ্বিনের বিকেলে পার্কস্ট্রিটের অক্সফোর্ড বুকশপের দোতলায় বসে মাফিন খেতে খেতে একটা সম্ভাবনার জন্ম হয়েছিল আজ এখানে সেই এডিনবরা তে এসে সেটা সম্পূর্ণ হল | পোয়েটিক জাস্টিস যাকে বলে | টেনিদা থাকলে আমাদের প্লেট থেকে মাফিন টা ছিনিয়ে নিয়ে ঠিক বলে উঠতো ডি লা গ্রান্ডি মেফিস্টোফেলিস, আর আমরা মাফিনের শোক ভুলে ঠিক চেঁচিয়ে উঠতাম ইয়াক ইয়াক !

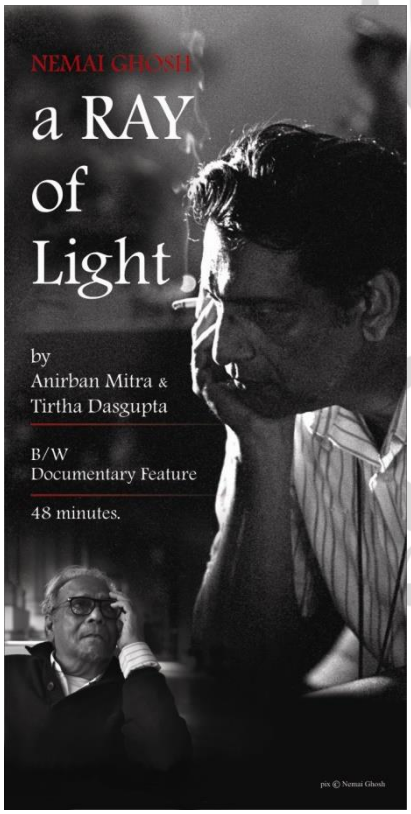

তীর্থ দাশগুপ্ত, কর্মসূত্রে এডিনবরা তে আছেন প্রায় বিগত দু বছর। তথ্যপ্রযুক্তি পেশা হলেও, নেশা সিনেমা। ইতিমধ্যেই যুগ্ম ভাবে নির্দেশনা করেছেন একটি স্বল্প দৈর্ঘের ছায়াছবি এবং সত্যজিৎ রায়ের স্নেহভাজন আলোকচিত্রী নিমাই ঘোষের ওপর ডকুমেন্টারি সিনেমা A Ray of Light. দেশে, বিদেশে বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে প্রশংসিত হয়েছে তীর্থর A Ray of Light.

Hridika is 11 years old and is passionate about arts and Indian classical dance.

আগমনী এডিনবরা

by the 'DramatiKol'

দেবার্ঘ্য: দেবার্ঘ্য চক্রবর্তী,
মহাদেব: অরিজিৎ দত্ত,
দুর্গা: সোমা শর্মা,
গণেশ: রাজর্ষি রায়,
লক্ষ্মী: শর্মিলা চক্রবর্তী,
সরস্বতী: জয়ন্তী,
কার্তিক: সুজন হালদার,
নারদ: শীলভদ্র দাসগুপ্ত,
মহিষাসুর: সম্রাট ধর।

মূল ভাবনা ও চিত্রনাট্য: সম্রাট ধর,
পরিচালনা: রাজর্ষি রায়।

(Scene - 1)

দেবার্ঘ্য: ধুর ধুর আর ভালো লাগছে না, পুজো যে এসে গেলো বোঝবার জো নেই। বাঁশ নেই, প্যান্ডেল নেই, প্রস্তুতি নেই,পুজোর মার্কেটিং নেই, ভিড় ঠেলাঠেলি নেই, পুজো পুজো আমেজ টাই আসছে না... ধুর ধুর..... তার ওপর আবার স্কুল। আজ বাদে কাল দুর্গাপুজো, স্কুলে কোনো ছুটিছাটা নেই, গোদের ওপর বিষফোঁড়া আবার unit test .কিচ্ছু ভালো লাগছে না, ... মা , মাগো, ও মা.....

একে তো এডিনবরাতে একটা মাত্র দুর্গাপুজো, আলো নেই, মাইকে এনাউন্সমেন্ট নেই, whole night ঠাকুর দেখা নেয়নি, এগরোল, ফুচকা, চাউমিন কিসসু নেই, সেখানে কিনা পুজোর পাঁচ দিনই স্কুল যেতে হবে, হবেই না, মানবই না, যাবোই না স্কুল, কিছুতেই যাবো না.....

এই রইলো, mathematics, এই chemistry আর এই physics!! আমি বরঞ্চ একটু ল্যাদ খেয়ে নি... কি যে ঘুম পায়ে...

(টেবিলেই মাথা রেখে ঘুমিয়ে পরে... স্বপ্ন দৃশ্য)

আকাশবাণী: দেবার্ঘ্য ..... বৎস দেবার্ঘ্য .....

দেবার্ঘ্য: কে? কে? একি এটা কোথায়? আমি কোথায়? এতো কৈলাশ....., মহাদেব বসে আছে,

আকাশবাণী: হ্যাঁ হ্যাঁ কৈলাশ ই রে....

দেবার্ঘ্য: মানে কি সেই ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের যমালয়ে জীবন্ত মানুষ case ?

আকাশবাণী: কিছুটা ওইরকমই , Inception সিনেমা টা দেখেছিলি?

দেবার্ঘ্য: আজ্ঞে হ্যাঁ ,

আকাশবাণী: ঐটার ই মতো,..... তোকে স্বপ্নে, কৈলাশে পাঠিয়েছি, দেখ কি হচ্ছে সেখানে,

দেবার্ঘ্য: কিন্তু কেন?

আকাশবাণী: এই যে বসে বসে মন খারাপ করছিলি, দুর্গাপুজো, কলকাতা নিয়ে, তাই এলাম তোর স্বপ্নে....

দেবার্ঘ্য: তা আপনি কে?

আকাশবাণী: আমি, হা, হা হা হা , আমি ল্যাদের দেবতা, তোর মতো যারা, স্কুল, কলেজ অফিসে ল্যাদ খায় তাদের মনোকামনা পুরো করি, এই শোন, যা হচ্ছে চুপচাপ দেখ, ব্যাগড়া দিবি না, আমি যাই, আমার যে আবার ঘুম পেয়ে গেলো।....

(মহাদেব ধূমপানরত - Scene 2)

মহাদেব: কিগো গিন্নি চা টা দিলে না ? সেই এক ঘন্টা আগে Request করলাম।

দুর্গা : চা চা করে কানের মাথা খেয়ে ফেললো গো, সেই আধ ঘন্টা আগে থেকে বলছি, দিচ্ছি ৫ মিনিটে, শুনলে তবে না....

(চায়ের পেয়ালা হাতে প্রবেশ)

দুর্গা : এই নাও.... বলছিলাম কি যে , passport গুলো বার করে রেখেছো তো ? সকালে বলেছিলুম যে খেয়াল আছে কি?

মহাদেব: passport ..... সে কি কাজে লাগবে? যাবে তো কোলকাতা, সেখানে আবার passport কি করতে লাগবে?

দুর্গা : কোন জগৎে থাকো !! কাল যে বললুম, এবার আর কোলকাতা যাচ্ছি না, ফি বছরই তো যাচ্ছি, এবার একটু change চাই।

মহাদেব: Change মানে 'পরিবর্তন' !!! সে তোমার ও চাই?? !!! তা ভালো।... তবে যাবে তা কোথায় শুনি??

দুর্গা : এডিনবার্গ !

মহাদেব: এডিনবার্গ !! সেটা আবার কোথায়??

দুর্গা : গাঁজা খেয়ে খেয়ে স্মৃতিশক্তি টা পুরোপুরি গেছে গো!! এডিনবার্গ গো, এডিনবার্গ , স্কটল্যান্ড।

মহাদেব: ওহ তাই বলো .... ওটা এডিনবার্গ নয় ওটা Edinburgh , এডিনবার্গ বললে বুঝবো কি করে...

দুর্গা : !!!! বড়ো এলো আমার ইংরেজ পতিদেব গো , উচ্চারণ শুধরোচ্ছে, ওই হলো হলো, যা এডিনবার্গ তাই এডিনবরা....

যেমন আমাদের মাছের ডিমের বড়া , পোস্তর বড়া , ডালবড়া তেমনি এডিনবরা ..... মেলা না বাকিয়ে বলি passport গুলো সব বার কর্ গে যাওতো।

মহাদেব: বাহ্! বাহ্! খুব ভালো যেও এডিনবার্গ, 'সাবাশ ' .....

দুর্গা : এই, এই, এই কি বলে, কি বললে তুমি!!! 'সাবাশ' এর কথাটা তুমি কি করে জানলে??

মহাদেব: !!! মানে টা কি?? !!!

দুর্গা : এই যে বললে 'সাবাশ ' ....

মহাদেব: হ্যাঁ , সাবাশ মানে তো ভালো, bravo !! এতে হয়েছে টা কি??

দুর্গা : বোলো শিগগির ওরা কি তোমাকেও invite করেছে, আমাকে না জানিয়ে? বলে ফেলো তাড়াতাড়ি , ভালো হবে না বলে দিচ্ছি ....

মহাদেব: ও গিন্নি, তোমার প্রেসার টা আবার বাড়লো না তো? কি বলছো আমি তো কিছুই বুঝছি না...

দুর্গা : ওহ সত্যি জানোনা তাহলে ... আমি ভাবলুম ওই এডিনবার্গ এর সাবাশের ছেলেমেয়ে গুলো তোমাকেও যোগাযোগ করেছে।..

যাই হোক, ছাড়ো, অতসব তোমার জেনে কাজ নেই, তাড়াতাড়ি passport গুলো বের করে রাখো, আমি যাই দেখি জল খাবারের কি ব্যবস্থা হলো...

(মা দুর্গার প্রস্থান। ..)

দেবার্ঘ্য: হেব্বি ব্যাপার তো, মা দূর্গা এবার তাহলে এডিনবরা তে। .. জয় মা দুগ্গা, দেখি দেখি এবার কি হয়....

(Scene - 3)

(নারদের প্রবেশ)

নারদ: নারায়ণ নারায়ণ ! নারায়ণ নারায়ণ !

মহাদেব: (কান চুলকাতে, চুলকাতে): ওহ নারদ দেখছি যে? তা কি খবর তোমার!! শুনছি তুমি ই নাকি এখন headline এ।

নারদ: নারায়ণ নারায়ণ ! আর বলবেন না প্রভু, সবাই ওই 'সারদা', 'নারদা' নিয়ে আমাকে confuse করে ফেলছে। আমি হলাম গিয়ে 'গেরুয়া ধারী' সন্ন্যাসী সারাক্ষন 'রাম রাম' জপ করি, আর আমি কিনা sting operation !!

মহাদেব: 'রাম রাম' বলো কি হে??

নারদ: মানে ওই না নারায়ণ নারায়ণ , 'রাম রাম ' সবই তো একই প্রভু, না ডান না বাম !!!!!

মহাদেব: তা বেশ, তা হঠাৎ এই কৈলাশ পাড়ায় ?

নারদ: নারায়ণ নারায়ণ ! মানে ওই প্রভু ভাবলাম একবার আপনার দর্শন করে যাই, বলছিলাম শুনলাম নাকি পার্বতী মা এবছর কলকাতা যাচ্ছেন না।

মহাদেব: ও !! তাহলে সে খবরও তোমার কাছে আছে দেখছি।....

নারদ: নারায়ণ নারায়ণ ! (হাসি) প্রভু খবর রাখাটা ই তো আমার কাজ, ওই কি যেনো বলে না প্রভু data is the new oil !!!!!

মহাদেব: ৩ কাল গিয়ে ১ কালে ঠেকলো তাও শুধরলে না, সেই ইধার কা মাল উধার আর উধার কা মাল ইধার business তোমার।...

নারদ: (হেসে) তা প্রভু আপনিও তো গেলে পারেন এবার, কতকাল, এই কৈলাশে গ্যাঁট হয়ে বসে আছেন, একটু refresh হয়ে যাবেন।

মহাদেব: নারে ভাই, আমার এ কৈলাশ ই ভালো!!!

নারদ: আরে প্রভু আপনি জানেন না, স্কটল্যান্ড নাকি খাসা দেশ, ওখানে শুধু, স্কচ আর হুইস্কি।... কিসব বলে যেন সিঙ্গেল মল্ট, আইরিশ ব্লেন্ড আরো কত কি.....

মহাদেব: সারাটা বছরে এই পাঁচটা দিন মাত্র ছুটি পাই, একটু relax করবো কিনা, আমাকে আর লোভ দেখিও না নারদ।

নারদ: নারায়ণ নারায়ণ, প্রভু ওই স্বর্গের ঠেকের বিদেশী মাতাল কেষ্টার থেকে আমি খবর নিয়েছি।....

মহাদবে: কেষ্ট ?? বিদেশী মাতাল সে কে হে বাপু?

নারদ: অরে! ওই Christopher , হাওয়া বুঝে, রং পাল্টে, Chris থেকে কেষ্ট হয়ে গেছে।.....

মহাদেব: ওহ, তাই বলো , তা কি বলে তোমার কেষ্ট ?

নারদ: আজ্ঞে প্রভু, ক্রিস তো আদতে স্কটিশ, ও বলছিলো, ওদের দেশে নাকি গ্যালন গ্যালন হুইস্কি আর স্কচ , দিন রাত শুধু হুইস্কি খাচ্ছে, আর হিসি করছে, হুইস্কি খাচ্ছে আর হিসি করছে.....

মহাদেব: ব্যাপার টা মন্দ বলো নি তুমি নারদ ভায়া, সিঙ্গেল মল্ট এর কদর যে জানে সে জানে।..তা হলেও, নো কম্প্রোমাইজ, আমাকে লোভ দেখিয়ে কোনো লাভ নেই, আমার পিছু ধরে তোমার আর হুইস্কি খেয়ে কাজ নেই, ... এই পাঁচ দিনের ছুটি আমি কিচ্ছুতেই sacrifice করছি না... ওসব স্কটল্যান্ড, ফটলান্ড আমার লাগবে না, আমার 'দিশী' বাংলাই ভালো।...

দেবার্ঘ্য: নারদ মুনির, পুরকি কম না, কি দরকার শুধু শুধু, মহাদেব কে ওস্কানোর , পাছে মা দুর্গার প্ল্যান টা না ভেস্তে যায়.....

(Scene – 4)

গণেশ আর কার্তিকের প্রবেশ ...

গণেশ: বাবা, ও বাবা আমার passport টা বের করে দিও, আর সাথে কাতুর তা দিও ... ও কাতু , তোর টা তো আবার Minor, যেতে দেবে তো!!

কার্তিক: বাজে কথা বলবি না দাদা, ভালো হবে না বলে দিচ্ছি, আমি ও প্রাপ্তবয়স্ক, ভোটাধিকার আছে আমার।

গণেশ: ভোটাধিকার, হা হা হা হা, বায়ো কি তেও , মা বলে আও কম! তার আবার ভোটাধিকার।..

মহাদেব: আহা, আহা আবার ঝগড়া কিসে দুই ভাইয়ে .... তা বাছাধন, তোমাদের দুজনের কি Excuse কোলকাতা না যাওয়ার ? তোমরা ও কি মায়ের পিছু পিছু চললে Edinburgh.

গণেশ: আজ্ঞে হ্যাঁ। যথার্থ ...

কার্তিক: yes pops , you are right , we too are going to Edinburgh this year ....

গণেশ: দেখো বাবা, প্রত্যেক বছর ওই একই কোলকাতার পুজোর বিরিয়ানি খেয়ে খেয়ে হেজে গেছি পুরো। ব্যাটারা পুজোর মার্কেটে quality, quantity সবে তে মারে... মাংসের পিস্ টা এইটুকু, আলু খুঁজে পাওয়া যাবে না ... লাস্ট ইয়ার তো ডিম্ টা অবধি মাইনাস করে দিয়েছিলো।

না না আমি যাচ্ছি না, এবছর শুধু British breakfast, Steak, ham, sausage, scrambled egg, rosted jacket potato.... জমিয়ে খাবো।

কার্তিক: হ্যাঁ তুই শুধু সারাটা দিন খেয়েই যা, হাতি কোথাকার, কাজ কম্মো নেই সারাদিন শুধু খাই খাই আর খাই খাই... আমার কথা শোন দাদা, রোজ দু বেলা gym এ যা। ..

গণেশ: চুপ কর, পেট রোগা কোথাকার, naughty boy!! জানো বাবা, এবার নাকি মাছ খাওয়া নিয়েও সমস্যা .., কোন গোঁড়া পার্টি নাকি বলেছে, মাছ হলো গিয়ে বিষ্ণুর অবতার, খাওয়া যাবে না. সেই শুনে তো আমি সোজা গেলাম বিষ্ণু কাকুর কাছে কনফার্ম করতে, দেখি বিষ্ণু কাকু জমিয়ে সসে ডুবিয়ে ফিশফ্রাই আর

ফিশ কবিরাজি সাঁটাচ্ছে। এই তো নারদ কাকা কেই তো দেখলাম, ছদ্মবেশে বসন্ত কেবিনে fish finger order করেছে!!

নারদ: বলো কিহে সিদ্ধিদাতা, আমি আর fish finger !!! নৈব নৈব চ , আমি হলাম গিয়ে গেরুয়া ধারী সন্ন্যাসী, নিরামিষ কচি পাঁঠার ঝোল ছাড়া আমি কিচ্ছুই খাইনে।

গণেশ: না না আমি এবছর কোলকাতা যাচ্ছি নে, এই পাঁচ টা দিন শুধু, স্যামন , হ্যাডক , কড আর ফিশ এন্ড চিপসেই কাটবে। যা সিদ্ধি টিদ্ধি দেবার ডিউটি আমার ছিলো সব আউটসোর্স করে দিয়েছি। আর এবছর এডিনবরা এ গণেশ চতুর্থী তে ওরা বেশ খাতির করেছে, আমি মায়ের সাথেই যাচ্ছি, কন্ফার্ম।

কার্তিক: হ্যাঁ বাবা আমিও পুরো ৪ দিনের টুর প্ল্যান করে নিয়েছি। Highland , Isle of skye, Invernes , Oban, দুর্দান্ত সব ছবির মতো লোকেশন, castle , selfie তুলবো আর facebook এ ছাড়বো, তুলবো আর ছাড়বো , তুলবো আর ছাড়বো, পুরো শাহরুখ খানের স্টাইলে .... 'তুম পাস্ আয়ে! ইযুঁ মুসকুরায়ে , তুম নে না জানে কেয়া .....' !!!!!

গণেশ: আর পড়বি কিরে কাতু ? scottish kilt ??

নারদ: scottish kilt !!! সে আবার কি জিনিস গো কেতো ভাইপো?

গণেশ: আরে 'ফ্রক' গো 'ফ্রক' স্কটিশ লোকেরা প্যান্টের বদলে পড়ে।

কার্তিক: ইয়ার্কি মারবি না দাদা, ওটা ওদের ট্রাডিশনাল ড্রেস, আমি দু দুখান অর্ডার দিয়েছি, আর তুই বা ফ্যাশনের কি বুঝবি, ভুঁড়ির যা সাইজ পাজামা ছাড়া তো কিছুই আর ঢোকেনা।

গণেশ: জানিস কেতো , আমি একটা স্কটিশ folk song শুনেছি, যার বিষয়বস্তু হল গিয়ে, স্কটিশ রা নাকি কিল্ট এর তলায় underware পড়ে না... তুইও কি তাই করছিস নাকি??

কার্তিক: দাঁড়া , আজ তোকে মেরেই ফেলবো।..

(তাড়া করতে করতে দুই ভাইয়ের প্রস্থান)

দেবার্ঘ্য: গণেশ ঠাকুর, কার্তিক ঠাকুরও আসবে, বাহ্ বাহ্, ক্যায়া বাত ক্যায়া বাত.....

(Scene – 5)

সরস্বতী: মা, ওমা, মাগো, আমার ব্যাগ তা গুছিয়ে রাখলে কি?

দুর্গা : হ্যাঁ দিয়েছি, দিয়েছি

সরস্বতী: একি। .. একি করেছ মা? এতো মোটা মোটা sweater কি হবে?

দুর্গা : নারে মা খুব ঠান্ডা ওখানে, লাগবে ওখানে, সাথে রাখ...

সরস্বতী: দূর দূর, ঠান্ডা থাক, এতো মোটা মোটা sweater, jacket পড়লে একটা photo ও ভালো উঠবে না, বের করো সব শিগগির।

মহাদেব: তা মা সরু , তুই তো যেতে পারতিস কোলকাতা , তুই কেন মায়ের সাথে চললি মা?

সরস্বতী: try to understand dad ! এবার আমার প্রচুর assignment ওখানে, যেতেই হবে গো। Edinburgh University তে special lecture আছে আমার। ওদের একটা mobile app বানাবার idea দিয়েছিলাম, খাবারের plate টা নিয়ে mobile er সামনে ধরলেই, scan করে বলে দেবে কত calorie intake হচ্ছে,, nutritious value কি আছে সব। পুরো diet control app। app টা launch করে লক্ষ্মী দিদি কেই দেব first user হিসাবে, দিন দিন যেরকম ফুলছে। ..

লক্ষ্মী: তোর মতো না খেয়ে diet করি আর কি? আরে বুঝবি না রে বুঝবি না তুই , যার পকেট ভারী না, তার একটু গায়ে গতরে বেশীই লাগে ...

দুর্গা : এই দুই বোনে আবার শুরু হলো, থাম তো দেখিনি... এই যে সরু মা তুই যে কি একটা নতুন বাজনা শিখবি বলি যে?

সরস্বতী: হ্যাঁ হ্যাঁ Bagpiper. ওটা আমার BIODATA তে নেই, এবারে add করে নেবো।

নারদ : নারায়ণ নারায়ণ, হে প্রভু, সরস্বতী এ কি বলছে প্রভু ? bagpiper!! সে তো আমাদের দিশী মাল ...
সরস্বতী: উফফ নারদ কাকা, তোমরাও না enough!!!, সারাক্ষন খালি মাথায় ওই এক চিন্তা, এ bagpiper সে bagpiper নয় গো, এটা হলো Scotland National Instrument , তোমরা যেটা বলছো, তার bottle er label e ছবি আছে দেখে নিও...

মহাদেব: তা লক্ষ্মী মা, কেউই যখন যাচ্ছে না, তুই একাই না হয় কোলকাতা যা মা, ওখানকার Economy টাও তো দেখতে হবে তোকেই ...

লক্ষ্মী: পাগল নাকি! ওখানে গিয়ে 'চপশিল্পে ' আমি atleast invest করছি না...

নারদ: 'চপশিল্প ' এ এবার কি নতুন industry প্রভু? আগে তো শুনিনি?

লক্ষ্মী: সেকি নারদ কাকা তুমি জানোনা, ঠাট্টা করো না, এটাই এখন West Bengal এর hot cake Industry এর বেশি আর কিছু বলা যাবে না, Sensor Board কেটে দেবে।

দেবার্ঘ্য: কি case মাইরি, চপশিল্পর ব্যপারটা স্বর্গেও famous দেখছি.....

চারদিন প্রচুর কাজ বাবা Edinburgh তে, Brexit vote হবার পর থেকে ওদের অবস্থা খুব খারাপ, বড় বড় ব্যাংকের CEO, Industrialst রা অনেক করে Request করেছে যদি একটু manage করে দি। Euro,

Dollar এর comparison এ sterling pound এর করুন দশা , আমার লক্ষ্মীর ভাঁড়ারই এবার ওদের একমাত্র সম্বল।

দুর্গা: হ্যাঁ মা তুই ছাড়া আর কে ই বা পারবে বল; নে নে মা গুছিয়ে নে, Flight এর দেরি না হয়ে যায় শেষে .....

(Scene - 6)

মহাদেব: বেশ বুঝলাম, তা তোমরা যখন সবাই মনস্থির করেই নিয়েছো, যাও এডিনবরা। তা ঐ আহাম্মক অসুর টাকে খবর দিয়েছো কি? ওখানে গিয়ে বধ করবে টা কাকে সেই যদি না যায় তো?

দুর্গা :খবর তো দেওয়াই আছে। যাবে ঠিক, একটা ফোন লাগাওতো নারদ, দেখতো এখনো এলো না কেন?

(অসুর এর আগমন)

মহাদেব: এই এই এটা কে রে?

অসুর: কি কাকা চিনতে পারলে না? আমি অসুর গো, মহিষাসুর...

মহাদেব: চ্যাংড়ামো হচ্ছে, এরকম রোগ পাতলা চেকনাই চেহারার অসুর .....

অসুর: সেই তো মান্ধাতার আমলে পরে আছো গুরু! সিনেমায় দেখোনা, আজকাল ভিলেনরাও হিরোর মতনই স্মার্ট হয়, অসুর মানেই মোটা, কালো, হুমদো মার্কা হতে হবে না? যতসব Racist মেন্টালিটি....

মহাদেব: এই কি বললি ? কি বললি হতভাগা, আমাকে Rapist বললি ....

অসুর: বয়স হচ্ছে, কানে একটা যন্তর লাগাও!! rapist না racist বলেছি, racist , বর্ণবিদ্বেষী।

নারদ: থাম,তুচ্ছ প্রাণী, শোন তোকে এবছর এডিনবার্গ যেতে হবে, পার্বতী মা ওখানে যাচ্ছেন ছেলেমেয়েদের নিয়ে।

অসুর: হ্যাঁ জানি তো, দুগ্গা তো আমাকে এক মাস আগেই হোয়াটস্যাপ করে দিয়েছিলো, সেইমতো আমি এই তো এক হপ্তা আগে এডিনবরা ফ্রিঞ্জ ফেস্টিভ্যালে গিয়ে সব রেকি করে এলুম।

নারদ: আবার ঢপ , আবার ঢপ দিলি বাঁদর অসুর কোথাকার .... তুই গেলি কি করে? তোর passport তো প্রজাপতি ব্রহ্মার কাছে জমা আছে ...

অসুর: তুমি না নারদ মুনি, seriously মাইরি পুরো backdated মাল, আমি হলাম গিয়ে অসুর, বুঝলে অসুর .... ওসব, passport টাসপোর্ট আমার লাগেনা। Illegal Immigrant বোঝো!! Middle East থেকে সোজা ঝাঁপ, ভূমধ্যসাগর পেরিয়ে, atlantic হয়ে english channel ধরে সোজা North Sea দিয়ে Edinburgh Ocean terminal!!!! পাসপোর্ট লাগবে কিসে?

মহাদেব: হতভাগা, রাস্কেল শুধু দু নম্বরি ...

অসুর: কে রে এটা কে রে? দুগ্গা কতদিন বলেছি তোমাকে, ডিভোর্স দাও এই বুড়ো টাকে , তা না শুধু আমার সাথে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা.... কি যে পাও প্রতি বছর আমাকে মেরে?

মহাদেব: হ্যাঁ যুদ্ধ তো হবে বৈকি, তা লোকেশন টা কোথায় শুনি?

অসুর: তুমি কিচ্ছু ভেবো না কাকা, সব বুক করা আছে, সপ্তমীতে Calton Hill , অষ্টমীতে Arthur seat এর মাথায়, আর নবমীতে ফাইনাল ব্যাটেল এক্কেবারে এডিনবরা ক্যাসেলে .... দশমীতে water of leith হয়ে সোজা north sea তে বিসজ্জন।

দুর্গা : দিন দিন অসভ্যতা যেন বাড়ছে। ফি বছর শিক্ষা দিয়েও শুধরোতে পারলুম না। এই শোন, তোকে যে মোষের ব্যবস্থা করতে বলেছিলাম, হয়েছে কি? ওখানে তো আবার মোষ available না।

অসুর: তুমি কিছুটি ভেবো না দুগ্গা ডার্লিং,মোষ নেই তো কি? কোই বাত নেহি , অল্টারনেটিভ ব্যবস্থা হয়ে গেছে। এই দেখো, 'hairy Coo' এক্কেবারে খাঁটি স্কটিশ। এবার এই 'hairy coo' এর পেট চিড়েই বেরোবো।

নারদ: 'hairy coo' সে তো আসলে cow !! গৌ মাতা !!!!! এ ব্যাটা নির্ঘাত 'হাত পার্টি'... দাঁড়া দিচ্ছি খবর মোদী কে। এমন বাঁশ দেবে না ...

অসুর: দেখো শিবু কাকা, আমি অসুর হতে পারি, কিন্তু মন থেকে পুরো clear. তুমি চাপ নিও না গুরু, তোমার বৌ দুগ্গা আর ভাইপো ভাইঝিরা পুরো safe থাকবে আমার সাথে! you no tension কাকা.... এই যে কেতো ভাইপো, তোমার সাথে আমার অষ্টমীর night out কিন্তু fixed , ফুলটু party হবে whole night .

মহাদেব: থাম থাম হতভাগা, নাও নাও তোমরা সব রেডি হয়ে নাও গে , সময় যে হয়ে এলো। ও নারদ , যাও তাড়াতড়ি একটা uber ডেকে দাও , আর দেরি কোরো না ।

দুর্গা : আসি গো, এই কদিন সাবধানে থেকো, বেশী অনিয়ম কোরো না, থাইরয়েড এর ওষুধ গুলো মনে করে খেয়ো।

দুর্গা : যাচ্ছি বটে Edinburgh, তবে কোলকাতার জন্যও মনটা কেমন করে, ওদের জন্য আশীর্বাদ আর ভালোবাসা রইলো, সামনের বছর যাবো ক্ষণ। আর এই Edinburgh তে তোদের কেও বলি, বাছা, বিদেশ বিভুঁইয়ে সাবধানে মিলেমিশে থাকিস, নিজের দেশের অভাবী মানুষগুলোর কথা ভুলে যাসনা না যেন। বাংলার নাম উজ্জ্বল করিস।

দেবার্ঘ্য: বলো দুর্গা মাই কি জয়!! বলো দুর্গা মাই কি জয়!! বলো দুর্গা মাই কি জয়!!

-- সমাপ্ত –

Durga Puja Word Search

Aryan Chakraborthy

D	U	R	G	A	P	U	J	A	D	F	F	G	K	L	N	G	A	S	Z
U	D	F	G	D	E	V	I	P	A	K	H	A	Z	C	D	G	J	V	P
R	A	M	A	S	A	N	D	H	I	A	R	A	T	I	F	F	H	I	A
G	A	N	G	A	D	G	O	F	G	A	A	S	D	F	H	V	N	J	N
O	C	T	O	B	E	R	L	H	J	K	L	R	I	G	V	E	D	A	D
T	Q	W	R	E	Y	T	S	F	G	D	F	G	H	J	K	L	U	Y	A
S	H	A	S	T	H	I	C	B	W	E	S	T	B	E	N	G	A	L	L
A	L	S	H	A	R	A	D	I	Y	A	C	G	H	K	J	J	J	D	A
V	A	A	X	G	H	J	H	K	L	G	X	K	O	L	K	A	T	A	K
D	X	P	V	M	Q	N	A	V	A	R	A	T	R	I	S	D	F	S	A
W	M	T	S	A	W	E	K	R	T	H	G	O	D	D	E	S	S	H	L
A	I	M	A	H	A	L	A	Y	A	A	S	F	G	H	J	H	F	A	B
R	S	I	A	I	D	G	H	J	K	L	H	I	N	D	U	I	S	M	O
R	A	D	G	S	A	P	T	A	M	I	N	I	N	J	A	V	A	I	D
I	T	K	A	H	S	Z	X	V	A	S	E	T	S	D	G	A	D	T	H
O	A	D	G	A	S	H	W	I	N	A	V	A	M	I	S	G	F	A	A
R	A	S	D	S	K	U	M	A	R	I	P	U	J	A	D	D	C	V	N
A	D	G	J	U	H	G	A	N	E	S	H	A	Y	U	G	U	X	R	S
Y	O	K	A	R	T	I	K	O	I	Y	R	T	Y	A	D	R	S	A	Z
B	G	F	D	A	R	P	U	S	H	P	A	N	J	A	L	I	U	P	X

Durga Puja Durgotsav Saptmi Shiva Gauri Devipakha Shasthi
Ganesha Warrior Ramasandhi Alshardiya Pushpanjali Ashwin
October Laxmi Kumaripuja Navaratri Ganga Mahishasura
Kartik PandalRigveda Saptami Kolkata Akal Bodhan
Navami Rama Vijayadashami Hinduism Goddess Mahalay

Aryan, is 13 years old, loves sports, and prefers watching them. A Chelsea fan, Aryan is a keyboard player. He loves reading and his favourite subject is Mathematics.
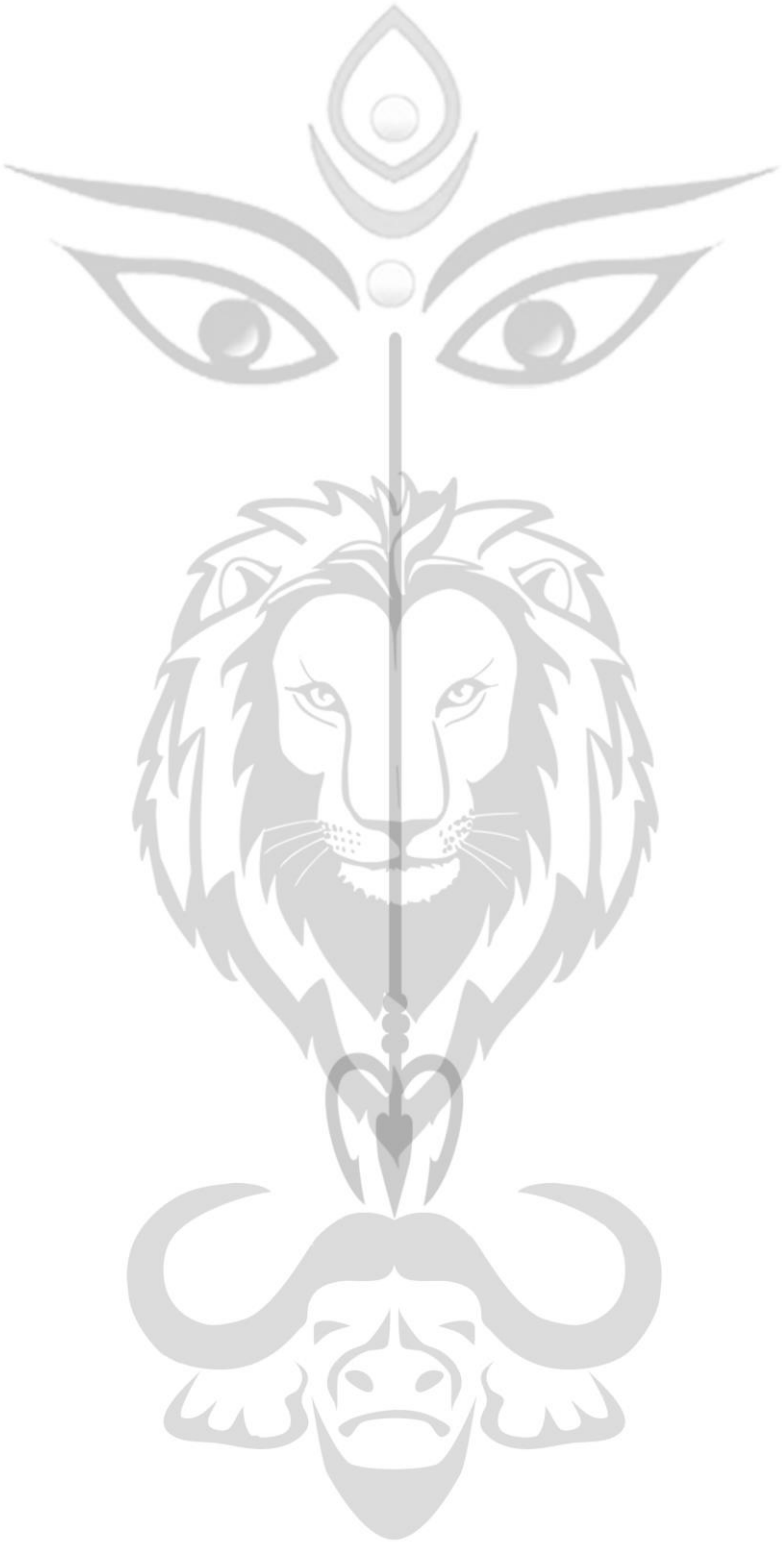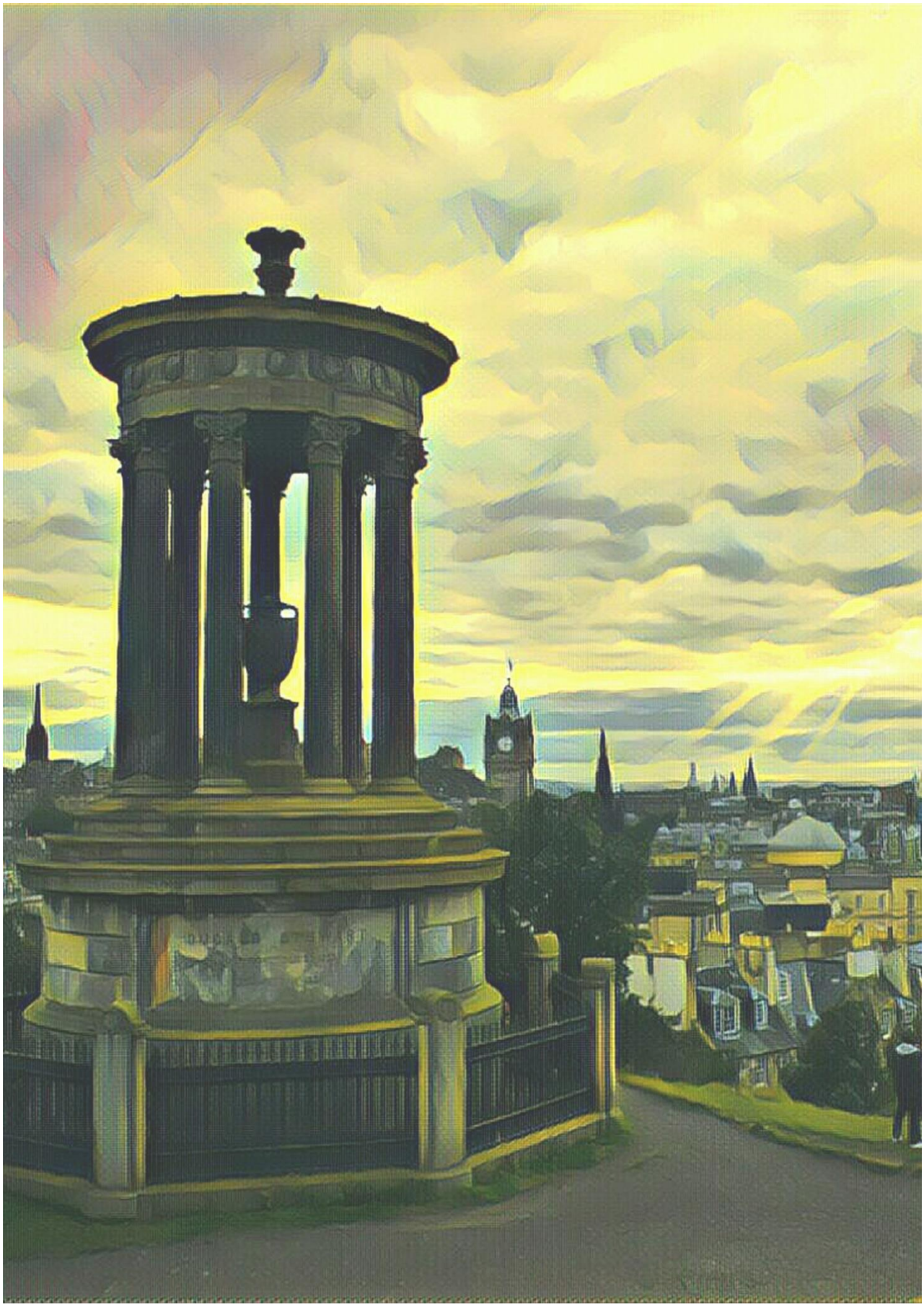
.